NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবপত্রিকা · সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি চাবিকাঠি · বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি পথে প্রান্তরে · বৃহস্পতি সুন্দর থাকা সাজো ও মাতো · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ · শনি অর্ধেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ দিল্লিতে রাতভর বৃষ্টিতে মন্দিরের দেওয়াল ধসে মৃত ৮

দুই মালগাড়ির সংঘর্ষে লাইনচ্যুত ১০ টি বগি ৫

কলকাতা ১০ অগস্ট ২০২৫ ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.08.2025, Vol.19, Issue No. 62, 8 Pages, Price 3.00

অভয়া অভিযান

কপালে জখম, ভাঙল শাঁখা, হাসপাতালে নির্যাতিতার মা

আরজি কর কাণ্ডের বর্ষপূর্তিতে নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ। (নীচে বাঁ দিকে) প্ল্যাকার্ড হাতে অর্জুন সিং। (নীচে ডান দিকে) প্ল্যাকার্ড হাতে শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার এক বছর পূর্তিতে শুক্রবার রাত থেকেই চড়ছিল উত্তেজনার পারদ। শনিবার 'নবান্ন চলো অভিযান'-এ অংশ নিতে গেলে বিজেপি সমর্থিত প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে কলকাতা পুলিশ লাঠিচার্জ চালায় এবং জলকামান ব্যবহার করে মিছিল আটকে দেয়। এতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল-সহ একাধিক কর্মী-সমর্থক ও আরজি কর-কাণ্ডের নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা আহত হন। নির্যাতিতার মা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

শনিবারের কর্মসূচি নিহত চিকিৎসকের পরিবারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হলেও শুভেন্দু অধিকারী বিজেপি কর্মীদের দলীয় পতাকা ছাড়া যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেন। মিছিল রানি রাসমণি রোড থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ বারবার মাইকিং করে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট স্থানেই অবস্থান করার আহ্বান জানায়। কিন্তু তাতেও না শুনে প্রতিবাদকারীরা ১০ ফুট উঁচু ব্যারিকেড টপকে, ভোঁতা সরঞ্জাম দিয়ে লোহার প্রাচীর ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন।

পুলিশ জানায়, সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ড ও রানি রাসমণি অ্যাভিনিউকে আগেই অনুমোদিত মঞ্চ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবুও বিধি ভেঙে এগোতে থাকায় লাঠিচার্জ, জলকামান ও বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে মিছিল রুখে দেওয়া হয়।

এদিন রেড রোড থেকে হাওড়া পর্যন্ত নানা মোড়ে ব্যারিকেড, কন্টেনার, বাঁশ ও লোহার বাধা বসিয়ে পুলিশ নবান্নমুখী মিছিল থামানোর চেষ্টা করে। পার্ক স্ট্রিটে অবস্থান ধর্মায় বসে শুভেন্দুর বক্তব্য, সরকার ভয় পেয়েছে, তাই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে শক্তি প্রয়োগ করছে। তাঁর দাবি, অভয়ার পরিবারের ন্যায়বিচারের লড়াইয়ে বিজেপি একা দৃঢ়ভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, এই সংগ্রাম থামবে না।

ঘটনাস্থলে শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্য চরম মূল্য দেবেন। এই আন্দোলন আরও বড় হবে।' ঘটনার জেরে নবান্ন সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি হয়। হাওড়া ব্রিজ ও বিদ্যাসাগর সেতুর উপর যান চলাচল সাময়িক বন্ধ রাখা হয়। বিকেলে 'অভয়া মঞ্চ'- সহ বিভিন্ন সংগঠনের ডাকা 'কালীঘাট চলো' অভিযান অবশ্য শেষ হয়েছে শান্তিপূর্ণ ভাবেই। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা হাজরা মোড়ে আড়াই ঘণ্টা অবস্থানে যোগ দেন ডাক্তার, নার্স, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ও সাধারণ মানুষ। পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে গিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে এক পুলিশ কর্তার হাতে রাখি পরিয়ে দেন অভয়া মঞ্চের সদস্যরা। সেখানে দশটি নাটকের সংকলন নিয়ে তৈরি দ্রোহের সংলাপ উদ্বোধন করেন নাট্যকার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীরাতুন নাহার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নদিয়ার কালীগঞ্জে দুষ্কৃতীদের বোমা হামলায় নিহত কিশোরী তামান্না খাতুনের মা সাবিনা বিবি। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, আরজি করের নির্যাতিতা এবং নিজের মেয়ের মৃত্যুর সুবিচারের দাবিতে সেখানে এসেছেন। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে কোনও দল বুঝত না। সে দেওয়ালে খাতায় ভারতমাতার ছবি আঁকত। তাকে খুন করেছে মুখ্যমন্ত্রীর দলের লোক। ওঁর পদত্যাগ চাই।'

'মেয়েকে মেরেছে, এবার কি বাবাকেও মারবে?'

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসুস্থ তিলোত্তমার মা। শনিবার নবান্ন অভিযান চলার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। আগেই তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁর শাঁখা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তিনি এও বলেছিলেন, কলকাতা পুলিশ তাঁকে মেরেছে। যদিও, ডিসি পোর্টের দাবি, কেউই তিলোত্তমার মাকে মারেননি। এরই মধ্যে এবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। সূত্রের খবর, তাঁর মাথা ঘোরাচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নির্যাতিতার মা বলেন, 'কলকাতা পুলিশ মেরেছে। কয়েকজন পুরুষ পুলিশ, কয়েকজন মহিলা পুলিশ এসে আমাকে মেরেছে। হাতের শাঁখাটা ভেঙে দিয়েছে। পিঠে লেগেছে। আমাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ধরে তুলেছে। ওর বাবাকেও মেরেছে।'

বিচার চাইতে আসার পথে ঘটল উল্টোটাই। তাঁর অভিযোগ, 'রাস্তায় ফেলে মেরেছে, শুধু এই জন্য যে আমরা বিচার চাইতে এসেছি। পুলিশকে প্রশ্ন করুন, কেন মেরেছে! আমি পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বারবার ডেকেছি, কেউ আসেনি আমার সঙ্গে কথা বলতে। দেখুন কপালে মেরে ফুলিয়ে দিয়েছে, পিঠে মেরেছে, হাতে মেরেছে। আমার শাঁখা ভেঙে দিয়েছে। কেন ভাঙল আমার শাঁখা পুলিশ? আগে আমার মেয়েকে মেরেছে, এখন কি তার বাবাকেও হত্যা করতে চাইছে? তাই শাঁখা ভেঙে আমাকে বোঝাচ্ছে পুলিশ! আমি বিচার নিয়েই ছাড়ব। আজ আর খালি হাতে বাড়ি ফিরব না।'

'যতক্ষণ না তাড়াব, লড়াই চলবে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার নবান্ন অভিযানে হাজির হন ব্যারাকপুরের বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সাফ ভাষায় তাঁর ঘোষণা, 'মমতাকে যতক্ষণ না তাড়াবো আমরা, ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব।'

অভিযান মঞ্চ থেকে তিনি অভিযোগ করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পালিয়ে গিয়েছেন, চারিদিকে পুলিশদের রেখে গিয়েছেন। আমরা পুলিশদেরও বলছি- তোমরা তো তোমাদের প্রাপ্য ডিএ পাচ্ছ না, তোমরা সরে যাও, আমরা ওকে নবান্ন থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব।'

অর্জুনের দাবি, 'মানুষকে একমাত্র চোর, ডাকাত, ধর্ষক, গুন্ডারা ভয় পায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে এই কাজগুলো করছেন, তাই উনি মানুষকে ভয় পাচ্ছেন। যদি সুশাসন দিতেন, আমরা আন্দোলন করতাম না।' তাঁর আরও কটাক্ষ, 'যখন কোনও মহিলা, মহিলা না থেকে সুর্পণখা হয়ে যায়, তখন রাম আর রাবণের যুদ্ধ হবেই। বাংলার মায়েরা-বোনেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঝেঁটিয়ে তাড়াবে, দেখতে থাকুন।'

বিজেপির নিশানা, তৃণমূলের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভয়ার মৃত্যুকে ঘিরে ফের রাজনৈতিক উত্তাপ। নবান্ন অভিযানের দিনে একদিকে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে কলকাতার মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম অভিযোগ করেছেন, নির্যাতিতার পরিবারকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে।

অমিত মালব্যের দাবি, 'যদি পশ্চিমবঙ্গ সত্যিই নিরাপদ হতো, তবে বাংলার নারীরা প্রতিদিন ধর্ষণের শিকার হতেন না। অভয়া আজ বেঁচে থাকতেন। আজ কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতিতে তাঁর শোকাহত বাবা-মা নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ গার্ডরেল, ওয়াটার ক্যানন সাজিয়ে সাধারণ মানুষকে আটকাচ্ছে। তিনি কি সেই মানুষদেরই ভয় পাচ্ছেন, যাদের সুরক্ষার কথা বলেন?' তিনি আরও সতর্ক করেন, 'আজ যদি একজন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীও আহত হন, তবে রাজ্য অচল হয়ে যাবে, আর মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

প্রতিবাদে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'অভয়ার মা-বাবাকে প্রথম থেকেই ভুল পথে চালনা করা হচ্ছে। তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন, সিবিআই তদন্তও হয়েছে। আমরাও চাই দোষীরা শাস্তি পাক, কিন্তু আদালতের নির্দেশে সব কথা বলা সম্ভব নয়।'

তৃণমূল গোটা ঘটনাকে রাজনৈতিক নাটক বলে দাবি করেছে। বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীকে নিশানা করে দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের অভিযোগ, তিনি নিজে সংবাদমাধ্যমে মুখ দেখাবে বলে অভয়ার মাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। পুলিশ কেন অভয়ার মা-বাবাকে মারবে?

শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'অভয়ার মা-বাবাকে যেভাবে রাজনীতি ব্যবহার করল বিজেপি, তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। বিজেপি নেতা 'ন্যাড়া নাড়ু' নিজের মুখ ক্যামেরায় দেখাবে বলে অভয়ার মাকে ঠেলে ফেলে দেয়। তাঁদের মবের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নোংরামো করেছে বিজেপি।' মা-বাবার উদ্দেশে কুণালের প্রশ্ন, 'তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নেই। কিন্তু যে বিজেপি সিবিআইয়ের মালিক, তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছেন নবান্ন অভিযানে! এটা দ্বিচারিতা নয়?'

এদিকে, বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দার বিরুদ্ধে পুলিশকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের লালবাজারে দায়ের হল মোট ছ'টি এফআইআর। পুলিশ সূত্রে দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মতো শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করার নিয়ম মানা হয়নি। বরং পুলিশকে আক্রমণ, অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও প্ররোচনার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের দাবি, রাখি বন্ধনের দিনে বিজেপি নাগরিকদের ভয় দেখিয়ে সমাজে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে নিহত চিকিৎসক অভয়ার বাবা-মাকে লাঠিচার্জ করার অভিযোগ নস্যাৎ করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, তাঁদের উপর কোনওরকম শারীরিক আক্রমণ চালানো হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী অমানুষ, আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানের উত্তেজনার মধ্যেই হাসপাতালে গিয়ে অভয়ার আহত মাকে দেখতে যান শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, অভিযানে অংশ নেওয়া কারও হাতে লাঠি না থাকলেও পুলিশ 'হিংস্র কুকুরের মতো' টিয়ার গ্যাস, ইলেকট্রিক লাঠি ও জলকামান নিয়ে হামলে পড়ে।

শুভেন্দুর দাবি, মায়ের শাঁখা-পলা ভেঙেছে, আঘাত গুরুতর, সিটি স্ক্যান শেষে এমআরআই হবে। 'হিন্দু বিরোধী সরকার বলেই সাধুসন্ত ও এক মায়ের শাঁখা-পলা ভাঙা হয়েছে', অভিযোগ তাঁর। ঘটনায় ৬ জন হাসপাতালে ভর্তি, আহত আরও অন্তত ১৫-১৬ জন। পুলিশ মামলাকে 'খতম' করতে চাইছে বলে দাবি করে শুভেন্দু বলেন, 'যার মান ও হুঁশ আছে সে মানুষ, যার নেই সে অমানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশ নেই, তাই তিনি অমানুষ।'

বিকেলে হাসপাতালে তিলোত্তমার মা'কে দেখতে হাসপাতালে যান গেলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দেখতে গিয়েছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররাও। সেখানেই ফের একবার কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা গেল শুভেন্দুকে। একইসঙ্গে ক্ষয়ক্ষতির হিসাবও কষে দিলেন। এর আগে আন্দোলনের মঞ্চ থেকেও পুলিশের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে দেখা গিয়েছিল শুভেন্দুকে। তখনই জানিয়েছিলেন প্রায় শতাধিক মানুষ আহত হয়েছিলেন। অর্জুন সিংয়ের মাথা ফাটে। অশোক দিন্দাও আহত। এবার তিলোত্তমার মাকে দেখতে এসে পুলিশের বিরুদ্ধে ফের একবার সুর চড়িয়ে বললেন, 'অনেকেই নবান্ন অভিযান সেটিং করে করেন। আমরা তো পুলিশের সঙ্গে কথা বলিনি। সে কারণেই জাভেদ শামিম, সুপ্রতীম সরকার, মনোজ ভার্মারা বলছিলেন কে ডেকেছে জানি না। কত লোক হবে জানি না। কোথা থেকে হবে জানি। কেন বলে করতে হবে! হাইকোর্ট তো বলেই দিয়েছে এটা অধিকারী। আন্দোলনকারীদের কারও হাতে একটাও লাঠি ছিল না। একটা লোকের হাতেও ইট-পাথর ছিল না। ওরা ইলেকট্রিক শক লাঠি, স্টিলের লাঠি, বেত, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট, সব কিছু নিয়ে সজ্জিত হয়ে এসেছিল।'

আলোচনা ছাড়াই এসআইআর! কমিশনকে চিঠি স্বরাষ্ট্র সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআরের জন্য প্রস্তুত, কমিশনকে জানিয়েছেন সিইও। সেই বিষয়ের সত্যতা জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছে নবান্ন। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই কীভাবে এসআইআরের জন্য প্রস্তুতি শুরু নির্বাচন কমিশনের? এই প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশনের সিইও-কে চিঠি স্বরাষ্ট্র সচিবের। ব্যাখ্যা চেয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়েছে নবান্ন। বিহারের পর বাংলা। এসআইআর নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। মুখ্যসচিবকে পাঠানো চিঠির পাল্টা এবার স্বরাষ্ট্রসচিবের চিঠি নির্বাচন কমিশনকে।

বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গেও এসআইআর হতে পারে, এ কথা সামনে আসার পর থেকেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে রাজ্য। ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তির ক্ষেত্রে অনিয়মের জেরে রাজ্যের চার অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গত ৫ অগস্ট মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়েছিল কমিশন।

বারুইপুর পূর্বের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী এবং এখানকার এইআরও তথাগত মণ্ডল আর ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকার এবং এই বিধানসভা কেন্দ্রের এইআরও সুদীপ্ত দাসকে সাসপেন্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই চারজনের বিরুদ্ধে এফআইআরেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। এই চারজনের পাশাপাশি সুরজিৎ হালদার নামে এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

'অপারেশন সিঁদুরে ধ্বংস হয়েছে পাকিস্তানের অন্তত ৬ যুদ্ধবিমান'

নয়াদিল্লি, ৯ অগস্ট: 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় ছ'টি পাকিস্তানি বিমান ধ্বংস করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। শনিবার বেঙ্গালুরুতে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় এমনটাই জানালেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং। এর মধ্যে পাঁচটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর একটি বড় বিমান। ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির পরে এত দিনে এই প্রথম এমন কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনল ভারতীয় বায়ুসেনা।

গত মে মাসে ওই সময়ে চার দিন ধরে সামরিক উত্তেজনা চলেছিল ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে।

শনিবার বেঙ্গালুরুতে 'অপারেশন সিঁদুর' প্রসঙ্গে মন্তব্যের সময় বায়ুসেনা প্রধান বলেন, 'অন্তত পাঁচটি যুদ্ধবিমান আমরা নিশ্চিত ভাবে ধ্বংস করেছি। এ ছাড়া একটি বড় (সামরিক) বিমান রয়েছে। প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূর থেকে হামলা করা হয়েছিল।' অমরপ্রীত জানান, এখন পর্যন্ত ভূমি থেকে আকাশে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করার দিক থেকে এটিই সবচেয়ে বড় রেকর্ড।

বায়ুসেনা প্রধান জানান, এই ছ'টি পাকিস্তানি বিমানকেই ধ্বংস করা হয়েছে ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'এস-৪০০' ব্যবহার করে। বস্তুত, এই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাশিয়ার তৈরি। বর্তমানে উদ্ভূত কূটনৈতিক পরিস্থিতিতে রাশিয়ার তৈরি এই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য বর্ণনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাশিয়া থেকে ভারত জ্বালানি এবং অস্ত্র কেনায় অসন্তুষ্ট আমেরিকা।

অপেক্ষার অবসান, আজ উদ্বোধন শিয়ালদহ-রানাঘাট এসি লোকাল ট্রেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ রাজ্যে প্রথম এসি লোকাল ট্রেনের পথ চলা শুরু হবে। শিয়ালদহ শাখার উদ্যোগে যাত্রা শুরু হবে নতুন প্রজন্মের সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইএমইউ লোকাল ট্রেন। স্টেইনলেস স্টিলের বডি-সহ ১২ কোচের এই রেক যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, আরামদায়ক ও আধুনিক যাত্রার অভিজ্ঞতা দেবে। প্রতিটি কোচে সিসিটিভি নজরদারি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে চালক বা গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য 'টক-ব্যাক সুইচ' রয়েছে।

ট্রেনের ভেতরে প্রশস্ত আসনবিন্যাসে ১,১২৬ জন যাত্রী বসতে পারবেন। জিপিএস-সক্ষম এলইডি ডিসপ্লে ও ঘোষণার

মাধ্যমে যাত্রাপথের তথ্য রিয়েল টাইমে জানানো হবে। ডাবল সিলড গ্লাস জানালা থেকে যাত্রীরা উপভোগ করতে পারবেন প্যানোরামিক দৃশ্য। সকল দরজা ইলেকট্রিক স্লাইডিং সিস্টেমে চালিত হবে এবং কেবল গন্তব্যে পৌঁছলেই খোলা হবে, ফলে নিরাপত্তা বাড়বে।

সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১১০ কিমি। শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট, সীমিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে থামবে। ভাড়া অত্যন্ত সুলভ; পুরো পথের জন্য ১২০ টাকা, ন্যূনতম ভাড়া ৩৫ টাকা। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক টিকিটের সুবিধাও থাকছে। উদ্বোধনী যাত্রা হবে আজ রবিবার (১০ অগস্ট), আর বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হবে সোমবার (১১ অগস্ট) থেকে।

শ্যামনগর চৌরঙ্গী মোড়ে পথচলতি মানুষের হাতে রাখি বাঁধলেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পথ চলতি মানুষজন এবং যানবাহন চালকদের হাতে হাতে পরিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের উৎসব উদ্‌যাপন করলেন ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা। আতপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে শনিবার ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোডের চৌরঙ্গী মোড়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হল। এদিন পথ চলতি মানুষজন থেকে শুরু করে অটো কিংবা টোটো চালক অথবা গাড়ি চালকদের হাতে রাখি বাঁধলেন মহিলা ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা। রাখি বন্ধন উৎসবে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি ট্রাফিক রাজশ্রী শঙ্কর বণিক-সহ আতপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা। এদিন এসিপি ট্রাফিক রাজশ্রী শঙ্কর বণিক বলেন, রাখি বন্ধন উৎসবের মধ্য দিয়ে তাঁরা সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দিতে চান। তিনি আরও বলেন, রাখি বন্ধন উৎসবের মধ্যে দিয়ে তারা 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচিকেও তুলে ধরতে চান। বাইক আরোহী কিংবা গাড়ি চালকদের উদ্দেশ্যে তাদের বার্তা, ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। নিরাপদে গাড়ি চালান এবং নিজেদের প্রাণ বাঁচান।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

LIC পলিসি নং 508086146 এতে আমার ছেলের নাম Kailashpati Rajak, S/o- Ujjal Rajak আছে গত ইং 21/02/2025 বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Som Rajak S/o- Ujjal Rajak নামে পরিচিত হইল।

"আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি"

আমি শ্রীমতি পিয়ালী সেনী মান্না, স্বামী শ্রী অসীম মান্না গ্রাম রঘুনাথচক কলোনি, পোস্ট ভুঞ্জারায়চক, থানা দুর্গাচক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৬৩৫। আমি ইংরেজি ১২/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস. আর সুতাহাটা অফিসে রেজিস্টিকৃত ৪৭৩৪ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে শ্রীমতি সোমা মাইতি, স্বামী শ্রী তাপস মাইতি গ্রাম বনগোপালপুর, পোস্ট + থানা- সুতাহাটা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৬৩৫ পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী অংশুমান মাইতি, পিতা শ্রী হরিপদ মাইতি গ্রাম আসদতলিয়া, পোস্ট + থানা সুতাহাটা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। বিগত ইংরেজি ২৯-১২-২০২৩ তারিখে ১০১৪৭/২০২৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে এ.ডি.এস.আর সুতাহাটা অফিসে রেজিস্টিকৃত জে এল নং ৭১, বিজয়রামপুর মৌজার এল. আর ৬৯৪ দাগে, এল.আর ১৪৫৪ নং খতিয়ান ১১.৭৭০ ডেসিমেল সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি। এবং বি.এল. এন্ড এল. আর ও সুতাহাটা-১ অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করি যাহার মিউটেশন কেস নং MN/২০২৫/১১১৩/৫৮৩১, উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশনের বিষয়ে বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার এক মাসের মধ্যে সুতাহাটা-১ বি.এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করিবেন, অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটির নিষ্পত্তি করা হইবে।

পিয়ালী সেনী মান্না, M- 9378199252

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল রমারঞ্জন মন্ডল, পিতা- অজিত মন্ডল, সাকিম- দোলগোবিন্দপুর, পোঃ- ভুরকুনা, থানা- সদাইপুর, জেলা- বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার অর্ন্তগত সিউড়ী থানার অর্ন্তগত 97 নং L.R ভুক্ত আব্দারপুর মৌজায় L.R. দাগ নং 326 বাইদ পরিমান 12.16 শতক ও L.R. দাগ নং 327 বাইদ পরিমান 3.28 শতক মোট 15.98 শতক জমি আমার মক্কেল রমারঞ্জন মন্ডল বিগত ইং 04-04-2012 তারিখে সিউড়ী জয়েন্ট সাবরেজিষ্ট্রিরী অফিসে রেজিষ্টারকৃত Book-IV-00055 নাম্বারে সিউড়ী রবীন্দ্রপল্লী নিবাসী শ্রী সুমন ঘোষ, পিতা- শ্রী ষষ্ঠী কিঙ্কর ঘোষ কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা গত ইং 31-07-2025 তারিখ সিউড়ী সদর সাবরেজিষ্টারী অফিসে হাজির হইয়া Book-IV-00055/2012 বাতিল বা রহিত করিলেন। গত ইংরাজী 31/07/2025 তারিখের পর হইতে উক্ত শ্রী সুমন ঘোষ, পিতা-ষষ্ঠী কিঙ্কর ঘোষ উল্লেখিত সম্পত্তি কোন প্রকার বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, করিলে তাহা আইনানুসারে বাতিল বা না মঞ্জুর বলিয়া গণ্য হইবে।

Biswajit Mishra
Advocate
Suri Judge's Court
Suri, Birbhum
E-N-F/4883/2021

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

কোচবিহারে দিনেদুপুরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: রাখির দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলের। মৃতের নাম অমর রায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অমর রায় তৃণমূলের যুব সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। ঘটনার সঙ্গে কি রাজনীতি জড়িত, নাকি অন্য কোনও বিষয়? সেই প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

কোচবিহারের ২ নম্বর ব্লকের ডোডেয়ার হাট এলাকায় এদিন দুপুরের পর এই গুলির ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, প্রতি সপ্তাহে ওই

এলাকায় মঙ্গল ও শনিবার হাট বসে। সেজন্য এলাকায় সাধারণ মানুষের ভিড়ও থাকে যথেষ্ট। শনিবার রাখির দিনেও হাট বসেছিল। দুপুরের পর ওই এলাকায় একটি বাইকে করে কয়েকজন গিয়েছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে হাটের মধ্যেই গুলি চালানো হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুণ্ডিমারির ডাওয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূল নেত্রী কুন্তলা রায়ের পুত্র অমর রায় এক বন্ধুকে নিয়ে ওই হাটে মাংস কিনতে গিয়েছিলেন। হাটে ওই বাইক আরোহীদের সঙ্গে অমরের বচসা হয়।

সূত্রের খবর, সে সময়ই ওই বাইক আরোহীরা অমরকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি করে বলে অভিযোগ। অমরের মাথায় গুলি লাগে। ঘটনাস্থলেই তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান। অমরের বন্ধুও গুলিবিদ্ধ হন বলে খবর। এরপরেই বাইক আরোহীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

নবান্ন অভিযান, ভোগান্তি নিত্যযাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবারের নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে হাওড়া ও কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত তৎপরতার জেরে বিপাকে পড়লেন সাধারণ মানুষ, বিশেষত নিত্যযাত্রীরা। অভিযানের বহু আগেই হাওড়া ব্রিজ ও দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্যারিকেড লাগানোয় ক্ষোভে ফেটে পড়েন যাত্রীরা। হাওড়া ব্রিজ বন্ধ থাকায় মহাত্মা গান্ধি রোডেও গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে বহু যাত্রী হেঁটেই হাওড়া স্টেশনের দিকে রওনা দেন।

পুলিশি কড়াকড়িতে হাওড়া ব্রিজে আটকে পড়ে রোগী বহনকারী অ্যাম্বুল্যান্সও। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ওই অ্যাম্বুল্যান্সকে। একাধিক গাড়িকে ঘুরপথে পাঠানো হয়, যার ফলে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ওপর যাত্রীদের সঙ্গে পুলিশের তর্কাতর্কি শুরু হয়।

নিত্যযাত্রী সংগীতা বর্মন সাঁতরাগাছি স্টেশনে নেমে দেড়

ঘণ্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করেও কলকাতার গন্তব্যে যাওয়ার কোনো পরিবহণ পাননি। এক পুলিশকর্মীর কাছে সমাধান জানতে চাইলে তাকে ঘুরপথে যেতে বলা হয়। ক্ষোভে ফেটে পড়ে সংগীতা বলেন, ট্রেন থেকে নেমে দেড় ঘণ্টার বেশি দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তায় একটা বাস নেই। চারিদিক ঘিরে রেখেছে। এখানে কি যুদ্ধ হবে! সবই যখন তুলে দিয়েছেন, এবার রাজ্যটাকেও তুলে দিন; আমরা বেঁচে যাই। হাওড়া-কলকাতা সংযোগকারী দুই সেতুর এই অচলাবস্থায় নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ শনিবার চরমে পৌঁছয়।

শিলিগুড়িতে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ-সহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ প্রচুর পরিমাণে কাশির সিরাপ সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত যুবকদের নাম বাপি রায়, বিহারের কিষাণগঞ্জের বাসিন্দা এবং সাওয়ান শাহ, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে ভক্তিনগর থানার পুলিশ গোপন তথ্য পায় যে পিসি মিত্তল বাস স্ট্যান্ডে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ বিনিময় হতে চলেছে। তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তৎক্ষণাৎ অভিযান শুরু করে। অভিযানের সময় বাস স্ট্যান্ডের ভেতর থেকে দুই সন্দেহভাজন যুবককে আটক করা হয়। উভয়ের তল্লাশি চালানো হলে প্রচুর পরিমাণে কাশির সিরাপ উদ্ধার করা হয়। এরপর এনডিপিএস আইনে উভয় যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ভক্তিনগর থানা পরবর্তী ব্যবস্থা শুরু করেছে।

১৪ অগস্ট মুক্তি 'ওয়ার -২', কুরুচিকর মুহূর্ত কেটে দিল সেন্সর বোর্ড

মুম্বই: বলিউডের মেগাবাজেট ছবি 'ওয়ার ২' সেন্সর বোর্ডের ছাঁটাইয়ের মুখে পড়েছে। এই ছবিতে হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর এবং কিয়ারা আডবানি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছে। আগামী ১৪ অগস্ট হিন্দি, তামিল ও তেলেগু ভাষায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

যশরাজ ফিল্মসের এই ছবির নির্মাতাদের হাতে ইউ/এ সার্টিফিকেট ধরিয়েছে কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড। সূত্রের খবর, সিনেমার বেশ কিছু দৃশ্য ও সংলাপকে 'অশ্লীল' বলে চিহ্নিত করে কাটা হয়েছে। বিশেষ করে একটি বিতর্কিত সংলাপ পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সেই সংলাপের সঙ্গে থাকা 'কুরুচিকর অঙ্গভঙ্গি' দেখানো অংশটিও বাদ পড়েছে।

এছাড়া, ৯ সেকেন্ডের যৌন আবেদনপূর্ণ দৃশ্যও সেন্সর বোর্ড 'সংস্কারি' করতে বাধ্য করেছে। কিয়ারা আডবানির বিকিনি পরিহিত দৃশ্য নিয়েও আপত্তি রয়েছে বলে জানা গেছে। এই সিনেমার দৈর্ঘ্যও কিছুটা কমানো হয়েছে। 'ওয়ার ২' যশরাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের অন্তর্গত, যেখানে এর আগের ব্লকবাস্টার ছবি 'এক থা টাইগার', 'টাইগার জিন্দা হ্যায়', 'ওয়ার' এবং 'পাঠান' রয়েছে। প্রতিটি ছবিই ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে দর্শকদের মধ্যে।

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ই আগস্ট। ২৪শে শ্রাবন। রবি বার। প্রতিপদ তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র দশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন, অতীতের কোন কাজ নিয়ে আজ অনুশোচনা হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস ও রাখিবন্ধনে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

উন্নয়ন খতিয়ান তুলে ধরলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে সারা বাংলা, ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের আদিবাসী জনজাতিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সকালে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলা ও অলচিকি ভাষায় বার্তা পোস্ট করেন।

রাজ্য সরকার এ বছর ৭ থেকে ১০ অগস্ট চার দিনব্যাপী আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপন করছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তাঁর সরকার ধারাবাহিকভাবে আদিবাসী উন্নয়নে কাজ করছে। আলাদা আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর গঠন, ২০১১ সালের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ সাত গুণের বেশি বৃদ্ধি, জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে বিশেষ আইন প্রণয়ন; এই সব পদক্ষেপের কথা তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া, 'জয় জোহার' প্রকল্পে ইতিমধ্যেই তিন লক্ষের বেশি আদিবাসী মানুষকে মাসিক এক হাজার টাকা পেনশন দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

একই সঙ্গে এদিন পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসবের শুভেচ্ছাও জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি, বাংলার জলখ' পংক্তি উদ্ধৃত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন; সকলকে জানাই পবিত্র রাখি বন্ধনের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শহিদ দিবস পালনে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন মন্ত্রী শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগেই পালিত হয়েছে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান। প্রথম দফায় মহাকরণের বিপরীতে বিবাদীবাগে ও দ্বিতীয় দফায় তা কলকাতা ময়দানে পালন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসেবেই মন্ত্রী শশী পাঁজা এদিন, দু দফায় যথাক্রমে বিনয় - বাদল - দীনেশ এই তিন বীর বিপ্লবীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। মাতঙ্গিনী মূর্তিতেও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। এ রাজ্যের মহিলা ও শিশু কল্যাণ উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শশী পাঁজা এদিন কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সামনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মাতঙ্গিনীর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের অঙ্গ হিসেবে সেখানেও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে। এছাড়াও অগস্ট বিপ্লব উদ্‌যাপন কমিটি ও নেতাজি সুভাষ মিশন এর যৌথ উদ্যোগে ধর্মতলা শহিদ মিনারের নিকট মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে অগস্ট বিপ্লব দিবস উদযাপিত হয়েছে।

এবার ভাইকে সরাসরি রাখি পরাতে না পারলেও অনলাইনে ভাই রণদীপকে রাখি পাঠিয়েছেন দিদি। ভক্তদের সঙ্গে সেই আবেগ ভাগ করে নিলেন অভিনেতা।

দাদাকে রাখি পরিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করলেন অভিনেত্রী পূজা হেগড়ে।

উই ওয়ান্ট জাস্টিস লেখা রাখি একে অপরকে পরিয়ে প্রতিবাদের অন্য রূপ দেখল মহানগর।

জলপাইগুড়ি জেলে ফাঁসির আসামির দেহ গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: জেলের মধ্যেই উদ্ধার হল এক ফাঁসির আসামীর দেহ গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে। মৃতের নাম সুরেশ রায়। সংশোধনাগারের তরফ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির উদয় কলোনির বাসিন্দা সুরেশ রায় খুনের দায়ে অভিযুক্ত ছিল। জলপাইগুড়ি আদালতে তার মামলার শুনানি চলে। গত ২৯ মার্চ ওই খুনের মামলায় তাকে ফাঁসির সাজা শোনায় আদালত। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেই একটি পৃথক সেলে বন্দি ছিল সুরেশ। শুক্রবার রাতে তাকে ওই সেলের মধ্যে গলায় জামার ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ঘটনাটি জেনেই সংশোধনাগারের রক্ষীরা ওই যুবককে দ্রুত উদ্ধার করে জেলেরই হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরিবারে আতঙ্কের ছায়া কাটেনি, রাখিবন্ধনে সইফকে শুভেচ্ছা দিলেন বোন সাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুম্বই: কয়েক মাস আগের সেই ভয়াবহ ঘটনার আতঙ্ক এখনও পরিবারকে ছাড়েনি। মুম্বইয়ের বান্দ্রার বহুতল আবাসনে দুষ্কৃতীর হাতে আক্রান্ত হন বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খান। শরীরে ছ'টি কোপের চিহ্ন নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই পরিবার ও নিরাপত্তা দলে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে।

রাখি বন্ধনের দিনই দাদাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন একটি পোস্ট করেন সইফের বোন সাবা আলি খান। ইনস্টাগ্রামে সইফের সঙ্গে পুরনো একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা। বড় হয়ে আমরা দু'জন অনেক ভিন্ন জীবনযাপন করেছি, তবে এখন কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও কিছু সুন্দর মুহূর্ত কাটিয়েছি। তোমায় খুব ভালোবাসি, সবসময় তোমার পাশে আছি। জানি, তুমি আমার

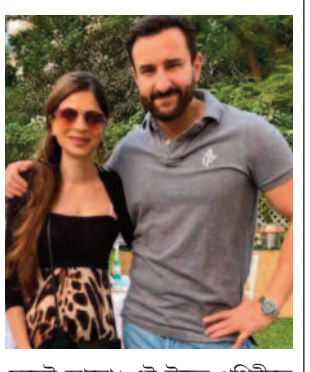

সঙ্গেই আছো। এই উন্মত্ত পৃথিবীতে কখনও কোনও অনিশ্চয়তা আসতে পারে, আমার প্রার্থনা তোমাকে রক্ষা করবে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে সইফের উপর হামলার ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে মুম্বই পুলিশ দ্রুত তদন্ত চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। এরপর থেকেই পরিবারের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

রাখির পবিত্র দিনে বোনের সঙ্গে খুনসুঁটি মুহূর্তে অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। শেয়ার করলেন সেই ছবি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ অগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার

জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে হাইকোর্টে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবান্ন অভিযানে ফের তপ্ত কলকাতা। পার্ক স্ট্রিটে পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, মিছিলকারীদের উপর লাঠিচার্জের পাশাপাশি জাতীয় পতাকা পা দিয়ে মাড়ানো ও ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। এই অভিযোগ নিয়ে তিনি হাইকোর্টে যাচ্ছেন, প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টেও যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শনিবার সকালে অভয়ার পরিবারের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ মিছিল পার্ক স্ট্রিটে পৌঁছতেই পুলিশ আটকে দেয়। ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা হলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি, পরে লাঠিচার্জ ও জলকামান ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করা হয়। এতে অভয়ার মা গুরুতর আহত হন বলে দাবি শুভেন্দুর। তাঁর কথায়, শাঁখা-পলা ভেঙেছে, মাথায় আঘাত লেগেছে; এটা কেবল আক্রমণ নয়, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত।

অভয়ার বাবা অভিযোগ করেন, হাইকোর্টের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিল আটকেছে। বিক্ষোভকারীরা জানান, আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অভয়ার পরিবারই নেবে। শুভেন্দুর অভিযোগ, মেয়েকে হত্যার পরও শান্তি হয়নি, এখন মা-বাবাকে আঘাত করছে পুলিশ। ঘটনায় রাজনৈতিক তাপমাত্রা চরমে, আর আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দিয়েছেন; লড়াই চলবেই।

নবান্ন অভিযানের দিক-বিদিক...

(১) নবান্ন অভিযানে আক্রান্ত সাধুও।
(২) বন্ধ হাওড়া ব্রিজে যান চলাচল, নিরুপায় হয়ে স্টেশনের দিকে হেঁটে এগোচ্ছেন ক্যানসার আক্রান্ত রোগী।
(৩) বন্ধ মহাত্মা গান্ধি রোডের চিৎপুর ক্রসিং।
(৪) অভিযানে আটকে অ্যাম্বুল্যান্স।

অভয়ার বিচারের দাবিতে নবান্ন অভিযানে ভাগবত গীতা পাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের তরুণী চিকিৎসক অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের এক বছর পূর্তিতে বিচারের দাবিতে শনিবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মা। সকাল থেকেই নবান্ন ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রধান সড়ক ও অলিগলিতে বসানো হয় একের পর এক ব্যারিকেড। সাঁতরাগাছিতে জাতীয় সড়কের ব্রিজের সামনে লোহার ব্যারিকেডে আটকে দেওয়া হয় মিছিল।

আটকে পড়া প্রতিবাদকারীরা ব্যারিকেডের সামনে বসে স্লোগান তুলতে থাকেন। সেই সময় তারকেশ্বর থেকে আসা ভক্ত গণেশ চক্রবর্তী অনন্য উপায়ে প্রতিবাদ জানান; রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুনের সামনে বসে শ্রীমৎ ভাগবত গীতা পাঠ শুরু করেন। তাঁর কথায়, 'যেভাবে কুরুক্ষেত্রে ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ হয়েছিল, বাংলায় আজ পাপের বিরুদ্ধে সেই ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রীর শাসনে নারী নির্যাতন বেড়েছে, অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের প্রমাণ ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের ভূমিকা ছিল ঠিক গুন্ডাদের মতো: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নবান্ন অভিযান ঘিরে শনিবার কলকাতায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা এগোনোর চেষ্টা করলেই পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ উঠেছে। লাঠির ঘায়ে আক্রান্ত শতাধিক মানুষ। নবান্ন অভিযান থেকে ফিরে জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, মমতা ব্যানার্জি ভয় পেয়েছেন। তাই মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে নবান্নমুখি মিছিলে আক্রমণ করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের ভূমিকা ছিল ঠিক গুন্ডাদের মতো। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পুলিশ আক্রমণ করেছে। মহিলাদের লাঠিপেটা করা হয়েছে। অভয়ার মা আক্রান্ত হয়েছেন। রবিন মাল, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে-সহ বহু কার্যকর্তা মার খেয়েছেন। তাছাড়া ৩০ থেকে ৪০ জন সাধু-সন্ত আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর দাবি, নবান্ন থেকে মমতা ব্যানার্জিকে যতদিন টেনে নামানো না হবে, ততদিন লড়াই জারি থাকবে। তাঁর কথায়, এই আন্দোলন থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, বাংলায় সনাতনীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। যদিও এটা অরাজনৈতিক কর্মসূচি। মেয়ের বিচারের দাবিতে অভয়ার বাবা-মা নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন। সেই ডাকে তাঁরা সামিল হয়েছিলেন। এদিকে নবান্ন অভিযানে যোগ দিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেছেন, পশ্চিমবাংলা এখন গুন্ডাদের বাংলা হয়ে গেছে। এখানে ভালো মানুষ থাকতে পারবে না। মমতা ব্যানার্জিকে বাংলা থেকে বিদায় না করা পর্যন্ত অত্যাচার চলবে। মমতা ব্যানার্জিকে মেরে তাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিলেন পদ্ম শিবিরের এই লড়াকু নেতা।

মিছিলে সাধুদের ওপর লাঠিচার্জ, মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা গেরুয়া শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবান্ন অভিযানের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে রাজ্যের গেরুয়া শিবির। অভিযোগ, আরজি কর কাণ্ডে নিহত চিকিৎসক অভয়ার বাবা-মার উপর হামলার পাশাপাশি পুলিশের হাতে মার খেয়েছেন আন্দোলনে যোগ দেওয়া কয়েকজন সাধুও।

ঘটনার পর ক্ষুব্ধ সাধুরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে কঠোর ভাষায় সতর্কবার্তা দেন। তাঁদের বক্তব্য; ইন্দিরা গান্ধিও এই পাপের জন্য পতন দেখেছিলেন, মমতার পরিণতিও আলাদা হবে না।

বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের অতিরিক্ত খরচে রাশ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির 'অতিরিক্ত বিল'-এর দৌরাত্ম্যে লাগাম টানতে এবার বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। গত জুন মাসে বিধানসভা অধিবেশনে পেশ হয়েছে ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট (রেগুলেশন) সংশোধনী বিল। এই সংশোধনী আইনে পরিণত হলে রোগীর পরিবারকে আর যেন অতিরিক্ত আর্থিক চাপে পড়তে না হয়, সেদিকেই নজর দিচ্ছে সরকার।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সংশোধনী বিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকছে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারকে যে চিকিৎসা প্যাকেজের কথা জানাবে, চিকিৎসার খরচ সেই নির্দিষ্ট প্যাকেজের মধ্যেই রাখতে হবে। এরপরও যদি কোনও কারণে চিকিৎসার খরচ প্যাকেজ ছাড়িয়ে যায়, তবে তা লিখিতভাবে রোগীর পরিবারকে জানাতে হবে এবং তাঁদের লিখিত সম্মতি নিতে হবে।

পাশাপাশি, বাড়তি খরচের একটি বিস্তারিত বিল ও যুক্তিসহ ব্যাখ্যা হাসপাতালকে দিতে হবে। সংশোধনী বিলটি পাশ হয়ে যাওয়ার পর রাজ্যের সমস্ত নথিভুক্ত বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার এই আইনের আওতায় আসবে।

কেউ আইন না মানলে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। ছোটখাটো অপারেশন কিংবা নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্যাকেজের বাইরে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এদিকে এমনও দেখা যাচ্ছে, মূল রোগের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক রোগের চিকিৎসার বিল প্রায়শই প্যাকেজে জুড়ে দেওয়া হয়, অথচ রোগীর পরিবারকে সময়মতো কিছুই জানানো হয় না। ফলে বিল মেটাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এছাড়াও, অপ্রয়োজনে আইসিইউ বা ভেন্টিলেশনে রাখার অভিযোগও বারবার উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে নতুন আইন কার্যকর হলে রোগীর পরিবার অনেকটা স্বস্তি পাবে বলে আশাবাদী রাজ্য সরকার। হাসপাতালগুলির দাবি, রোগের চিকিৎসায় মাঝেমধ্যে আনুষঙ্গিক খরচের প্রয়োজন হয়।

অনেক সময় চিকিৎসা চলাকালীন অন্য সমস্যা ধরা পড়লে, সেই অনুযায়ী অতিরিক্ত পরীক্ষা বা চিকিৎসা করতে হয়, যার ফলে খরচ বেড়ে যায়।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি, দক্ষিণবঙ্গে অনুভূত হবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমি অক্ষরেখার জেরে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে এর ফলে রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে রয়েছে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার) সম্ভাবনা। এই চার জেলায় জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি হতে পারে কোচবিহারেও। সোমবারেও অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে। বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঝড়ের পূর্বাভাস শুনিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস। ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। অনুকূল থাকবে না সিকিমের আবহাওয়াও। বৃষ্টির কারণে ধস দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা সিকিমের বিভিন্ন এলাকায়। সিকিমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তবে উল্টোদিকে রবিবার এবং সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবার এবং সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। তার থেকেও বেশি বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকাতেই অস্বস্তিতে ভুগতে হবে দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের।

রক্ষা বন্ধন...। রাখি উদ্‌যাপনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সন্তানহারা অভয়ার বাবা-মায়ের পাশে তামান্নার মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সকাল আটটা পেরোতেই পলাশি স্টেশনে বাড়তে শুরু করল মানুষের ভিড়। হাতে ছোট্ট ব্যাগ, চোখে অটল দৃঢ়তা; সামনে দাঁড়িয়ে কালীগঞ্জের বাসিন্দা সাবিনা বিবি। কয়েক মাস আগে বোমা বিস্ফোরণে হারিয়েছেন নিজের কিশোরী মেয়ে তামান্নাকে। শনিবার সকালে তিনি রওনা দিয়েছিলেন কলকাতার পথে; অভয়ার বাবা-মায়ের ডাকে 'কালীঘাট চলো' অভিযানে যোগ দিতে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'ন্যায় না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই থামবে না; তামান্নার জন্য যেমন, অভয়ার জন্যও তেমন।' কথায় নেই কোনো কাঁপন, বরং ক্ষোভ আর অভিমান স্পষ্ট। ২৩ জুন কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের দিন সেই ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতি এখনও তাজা; বিজয় মিছিল থেকে বোমা ছোড়ার অভিযোগ, আর সেই বিস্ফোরণেই প্রাণ যায় তামান্নার।

শুক্রবারের রাতদখলে দেখা গেল না বিনোদন জগতের অনেককেই

আন্দোলন থিতিয়ে যায়নি: দেবলীনা দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার আরও একবার রাতদখলে নেমেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মশাল হাতে মিছিল করলেন তাঁরা। শহরতলি জেলাতেও প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখা যায়।২০২৪-এর মতো শুক্রবারের এই মিছিলে পা মেলাতে দেখা গেল অভিনেত্রী দেবলীনাকে।

তবে এদিনের এই মিছিলেন বিনোদন জগতের সেভাবে কাউকে রাত জাগতে দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গে দেবলীনা জানান, 'আমাদের বহু সতীর্থ কেন আজ মিছিলে পা মেলালেন না, সেটা একেবারেই তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বহু সতীর্থের সঙ্গে আমারও ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, তাঁরা কর্মক্ষেত্রে বিপর্যয়ের

মুখোমুখি হচ্ছেন, সেটাই মূলত কারণ।' এরই প্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কেন মনে হচ্ছে আন্দোলন থিতিয়ে পড়েছে? এই ইস্যুতে দেবলীনার অকপট উত্তর, 'গত এক বছর ধরে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট-এর আন্দোলনকারীরা আন্দোলন জিইয়ে রেখেছেন। সংবাদমাধ্যমে সেভাবে হয়তো খবর দেখানো হয়নি, তাই মনে হচ্ছে, আন্দোলন থিতিয়ে গিয়েছে। কাতারে কাতারে মানুষ নামছিলেন না, সেটা স্বাভাবিক। কারণ মানুষকে তো সাধারণ জীবনযাপনে ফিরতে হবে, রুজিরুটির ব্যবস্থা করতে হবে। তবে আজ যখন ফের রাতদখলের সময় এল, এত মানুষ এসেছেন। সেটাই প্রমাণ করছে, আন্দোলন থিতিয়ে যায়নি।'

এদিকে কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজারের দিকে এগোনোর সময় হাতিবাগানে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের পাশাপাশি আওয়াজ তোলেন সাধারণ মানুষজন। এঁদের মধ্যে থেকে এক আন্দোলনকারী বলেন, 'লড়াই জারি থাকবে। কারণ এখনও বিচার আমরা পাইনি।'

কেউ কি মনে রাখেনি তাঁকে?

দু'বছর কেটে গেলেও যাদবপুরে র‍্যাগিংয়ে প্রাণ হারানো ছাত্রের জন্য হল না স্মরণসভা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঠিক দু'বছর আগে ২০২৩-এ নদিয়া থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে প্রাণ গিয়েছিল তাঁদের সন্তানের। র‍্যাগিং, নগ্ন করে যৌন হেনস্তা এবং সব শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের চারতলা থেকে পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচেনি সেই ছাত্র। এখনও বিচারের আশায় লড়াই চালাচ্ছেন ওই ছাত্রের প্রৌঢ় বাবা-মা। সবথেকে বড় প্রশ্ন হল, দু'বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গ্রাম থেকে শহরের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা পড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা কেউ মনে রেখেছে কি না তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক বা ছাত্র সংগঠনদের কোনও তরফ থেকেই কোনও কর্মসূচি করতে দেখা যায়নি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত বছর ওই ছাত্রের স্কুলের তরফে একটি স্মরণসভার আয়োজন হয়েছিল। এবছর তাও নেই। এলাকায় একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটি তৈরি হয়েছিল ঘটনার পরেই। তারাও কোনও কর্মসূচি নিয়েছে বলে অন্তত ওই ছাত্রের পরিবার জানে না।

এদিকে ওই ছাত্রের বাবা জানান, 'আমাদের সঙ্গে যাঁরা যাঁরা তখন যোগাযোগ করেছিলেন, তা সে রাজ্য সরকার হোক বা রাজ্যপাল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সবাইকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম এই দিনটাকে তাঁরা যেন অ্যান্টি র‍্যাগিং ডে হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্যস্তরে পালন করুন। আমার ছেলের স্মৃতির জন্য নয়। আর যাতে কোনও মা-বাবার কোল খালি না হয়, সেই বার্তা দিতে। অন্তত র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে বিরোধ গড়ে তুলতে।'

এত কিছুর পরেও মৃত ছাত্রের বাবা জানান, 'আমরা সরকারের উপরে আস্থা রাখি। পুলিশের উপরে আমাদের আস্থা আছে। সর্বোপরি আদালতের উপরে আমাদের বড় ভরসা। আমি জানি আজ না হয় কাল আমরা জাস্টিস পাবই। তার জন্যই বেঁচে আছি।'

ওই ঘটনার পরে যাদবপুরের হস্টেল থেকে প্রাক্তনী ও পড়ুয়া মিলিয়ে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা এখনও জেলে। দু'বছর হয়ে যাওয়ার পরও কেন মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে না, এই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে। যদিও পরিবার এমন কোনও প্রশ্ন তুলতে রাজি নয়। গ্রেপ্তার হওয়া ওই ১২ জন ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি করা অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটিতে আরও যারা চিহ্নিত র‍্যাগার, তাদের অনেকেই পাশ করে বেরিয়ে গিয়েছে। কয়েকজন এমনও আছে যারা এই ঘটনার পরেও ক্যাম্পাসে, হস্টেলে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকী নদিয়ার ছাত্রের মৃত্যুর পরেও হস্টেলে একাধিক অশান্তি, মারধর, আটকে রেখে পড়ুয়াদের হেনস্তার মতো অপরাধে নাম জড়িয়েছে তাদের। কিন্তু আদালতের কিছু স্থগিতাদেশের জন্য শাস্তি নিশ্চিত করেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই র‍্যাগারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারেনি।

সম্পাদকীয়

প্রচার সত্ত্বেও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণার ফাঁদ আটকানো যাচ্ছে না

লটারির টাকা থেকে দামী উপহার। বন্ধুত্ব থেকে প্রেম বা যৌনতা। গেম থেকে রোজগার অথবা বিদেশযাত্রার হাতছানি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ২৪ ঘন্টা ঘুরছে ফাঁদ। তাতে পা দিয়ে সর্বশান্ত হচ্ছে মানুষ। পুলিশ থেকে প্রশাসন। চলছে প্রচার, সতর্কবার্তা। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এত প্রচার সত্ত্বেও মানুষকে আটকানো যাচ্ছে না। কখনও টাকার লোভ, কখনও বা যৌনতার নেশায় তাঁরা প্রতারকদের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন। আর যাদের এসব গেলানো যাচ্ছে না, তাদের জন্য রয়েছে ডিজিটাল অ্যারেস্ট বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়। এভাবেই টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারকরা। মানুষও অম্লান মুখে প্রতারকদের চাহিদা মত টাকা দিয়ে চলেছেন। জল যখন নাকের ওপর উঠে আসছে তখন হুঁশ ফিরছে। পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছেন। কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকছে না। উদাহরণ হাতের কাছেই রয়েছে। গত মাসের ঘটনা। মুম্বইয়ের এক আশি বছরের বৃদ্ধকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেম ও যৌনতার ফাঁদে ফেলে প্রায় ৯ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারকরা। অভিযোগ ২ বছর ধরে তাঁর থেকে নানা অছিলায় টাকা নিয়েছে একাধিক মহিলা। সম্প্রতি সর্বস্ব হারিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই বৃদ্ধ। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৩ সালে। শার্ভি নামে এক মহিলা বৃদ্ধকে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠান। তারপর কথাবার্তা শুরু। সম্পর্ক গভীর হলে শার্ভি জানান, তিনি সন্তানদের নিয়ে একা থাকেন। এরপর সন্তানদের অসুস্থতার অজুহাতে বৃদ্ধর কাছ থেকে টাকা নেওয়া শুরু হয়। কয়েকদিন পর, শার্ভির পরিচিত দাবি করে কবিতা নামে আরও এক মহিলা বৃদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেন। ঘনিষ্ঠতা বাড়লে তিনি যৌনতার টোপ দিয়ে বৃদ্ধকে অশ্লীল ছবি পাঠাতে শুরু করেন। পরে আরও মহিলা একই ভাবে প্রেম ও যৌনতার টোপ দিয়ে হাতিয়ে নেয় কয়েক লক্ষ লক্ষ টাকা। অবশেষে সর্বশান্ত বৃদ্ধ গত জুলাই মাসে পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশের অনুমান, প্রতারণা চক্রের নেপথ্যে রয়েছে একজনই। তিনিই বিভিন্ন নামে ওই বৃদ্ধকে যৌনতার টোপ দিয়ে টাকা হাতিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ঘটনার কিনারা করতে পারেনি পুলিশ।

শব্দবাণ-৩৫৫

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সংঘ,সভা ৩. সংগীতে ছয়টি স্বরবিশিষ্ট রাগ ৫. ধমক,কড়া তিরস্কার ৬. ঠাকুরজামাই ৭. অন্যায়ভাবে বা অসংগতভাবে দায়ী করা ৯. তীর,কূল ১১. শুকনো ফুলবিশেষ ১২. এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে প্রেরিত বার্তা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সমাপন ২. মাতা, জন্মদাত্রী ৩. খনি ৪. গর্ব, জাঁক ৭. দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ৮. সূর্য ৯. বড়ো ও মোটা দাড়ার চিরুনি ১০. রঙিন।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৫৪

পাশাপাশি: ২. খাতিরদারি ৩. নাটককার ৬. শয়নাগার ৭. সিংদরজা।

উপর-নীচ: ১. চতুর্থাংশ ২. খাজনাখানা ৪. কঠোরসাজা ৫. রক্ষণভাগ।

জন্মদিন

আজকের দিন

কেসি পন্থ

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কেসি পন্থের জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হেমন্ত সোরেনের জন্মদিন।*
১৯৯১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বনি সেনগুপ্তর জন্মদিন।*

ভোটার লিস্টে বেনোজলে ভাসছে বাংলা অস্মিতা

সুবীর পাল

তবে কি ঝুলি থেকে বেড়াল বেড়িয়েই পড়লো অবশেষে! তাই কি বঙ্গবাসী বাঙালির মন জয় করতে এখন দুয়ারে দুয়ারে বাংলা ভাষা অস্মিতার গনগনে রেসিপি বিলিয়ে দেবার এমন প্রলাপী আস্ফালন? পশ্চিমবঙ্গ সত্যি আজ এক অদ্ভুতুড়ে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

একদিকে চলছে জবরদস্ত বাঙালি অস্মিতার মারকাটারি আত্মপ্রচার ও অন্যদিকে অনুপ্রবেশকারী হটাওয়ের বিপ্লবী স্লোগান দিক দিগন্ত জুড়ে ক্রমশঃ ছড়াচ্ছে। যেন এরাজ্যের একটি মাত্র ভোট মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। কেউ কাউকে বিনা যুদ্ধে এক সূঁচাগ্র জমি ছেড়ে দিতে নারাজ।

আসলে গণতন্ত্র, নির্বাচন সঙ্গে ইস্যু। এটাই হলো সভ্য দুনিয়ার ভোট দস্তুর।

এই দস্তুরের দর্পণে যদি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ? তবে কেন জানি না ভোটের গণতান্ত্রিক শর্তগুলোই কেমন যেন অদ্ভুত রকমের নড়বড়ে হয়ে ওঠে। এই রাজ্যকে ঘিরে এমন অভিযোগ কিন্তু নতুন নয়। এই ট্র্যাডিশন তো বিগত পঞ্চাশ বছরের। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কংগ্রেসি জমানার আমলে জরুরি অবস্থার মধ্যে দিয়ে এর সূত্রপাত। তবু সেই জমানায় ভোটদাতারা নিজেদের ভোটটা দিতে পারতেন। বাম আমলে প্রবর্তিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক রিগিং। সম্প্রতি তৃণমূলের জমানায় তো আবার পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটাই প্রহসনের রূপ নিয়েছে। এখন ভোটের লাইনে দাঁড়াতে গেলে ভোটদাতারা নিরাপদে নিজের বাড়ি ফিরতে পারবেন কিনা, এমন গ্যারান্টি কিন্তু কেউ দেবার নেই। শাসকের তো আবার সেই দায় একদমই থাকে না।

এমনই দম বন্ধ করা আবহে আগামী বছর রাজ্যে ফের হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছর পশ্চিমবঙ্গে কোন রাজনৈতিক দল শাসন করবেন তা ঠিক করে দেবেন রাজ্যের প্রকৃত ভোটদাতারা। এইরে মাফ করবেন খানিক ভুল হয়ে গেল গণতান্ত্রিক নীতির কথা বলতে গিয়ে। আসলে অনেক ভোট বিশ্লেষকরা দাবি করেন ইদানিং, বর্তমানে নাকি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা করা হয় না এখানে। তাঁদের একটাই দাবি, এই রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করে না প্রকৃত ভোটারদের ভোটদানের সংখ্যাধিক্যের উপর। এখানে চলছে ভোটের নতুন অনুশাসন। নয়া ফর্মুলায়। তৃণমূলের প্রত্যক্ষ বদান্যতায়। হয়তো তাই নকল বা অবৈধ ভোটাররাই নাকি এই রাজ্যের শাসন ভার ঠিক করে দেন আগামীর শাসক কে হবে।

এ আবার কেমন কেমন কথা? শাসক শিবির তো ইতিমধ্যেই এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলতে শুরু করেছে, কেন্দ্রের বিজেপি পরিকল্পিত ভাবে বাংলার অস্মিতার ভাবাবেগের উপর আক্রমণ শানাচ্ছে। তবে বিরোধী এরই প্রতিবাদে সরাসরি বলছে, অনুপ্রবেশকারীরা হলো শাসকের পোষ্য দুধেল গাই। আমরা এসব জঞ্জালদের দেশ ছাড়া করতে হেস্তনেস্ত করবোই। বিরোধীদের ছোটকর্তা হিসেবে সিপিএম এবং কংগ্রেস তো আবার দুধেল গাই সম্পর্কে একেবারে স্পিকটি নট্। বরং এই লপ্তে তৃণমূলের বাঙালি অস্মিতার দুর্বোধ্য প্রেমকে দূর থেকে ফ্লায়িং কিস করতে বামের যে অরুচি নেই তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে সোস্যাল মিডিয়ার পোস্টে পোস্টে। ওরে বাবা সংখ্যালঘু ভোট বলে কথা। কেই বা নির্বাচনী বাজারে এই অমূল্য রতন বোকার মতো হারাতে চায়? তাতে না হয় দেশের নিরাপত্তা জলাঞ্জলি দিতে হলে দেওয়া যাবে ক্ষণ। আরে বাবা ভোট যে বড় বালাই। এই একটি বিষয়ে বাম ঘাস হাত যে একই সূত্রে গাঁথা।

রাজ্যের আগামী নির্বাচনে দলগত ভোটের ইস্যু কি হবে তা সর্বাগ্রে জানান দিয়ে দিয়েছে বিজেপি। প্রধানত তারা তিনটে ইস্যুকে সামনে তুলে ধরেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই রাজ্যে এসে ৫,৪০০ কোটি টাকার নয়া পুঁজি নিবেশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বার্তা দিয়েছেন আগামী ভোটে উন্নয়ণ ও কর্মসংস্থান নিয়ে অবশ্যই খেলা হবে। এছাড়া রাজ্য শাসকের দুর্নীতির কথাও প্রচারে প্রকট করেছেন নির্দ্বিধায়। সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি সাফ বার্তা দিয়েছেন তৃণমূলকে। বিজেপির ভোট ঢাকে প্রচার কাঠির বোল উঠতেই শাসক তৃণমূলের সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দৌড়ালেন বীরভূমের শান্তিনিকেতনে। পুঁজি বা কর্মসংস্থানের উত্তর? 'মেরেছে কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না' মার্কা হযবরল তথ্যের ফুলঝুরি প্রকাশ। দুর্নীতির কাউন্টার? নীরবতাই হাতিয়ার। তথাপি সবকিছুতেই চুপচাপ থাকা যায় নাকি? কদাপি নেহি। সুতরাং বাঙালি প্রীতি নিয়েই হোক তবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদ মিছিল। হলোও তাই। কিন্তু কি হলো? বাংলা অস্মিতার ঢ্যারা পেটানো হলো আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে সজ্জিত হয়ে। সেটা আবার কি? ওটা কি খায় নাকি মাথায় দেয়? আদতে বাঙালিরা কি এসব বোঝে বা বুঝতে চায়? অতসত না জানলেও এরাজ্যের আসল ভোটদাতা কিন্তু এটা এতক্ষণে বুঝে গেছেন, তৃণমূলের এবারের ভোটের ইস্যু হতে চলেছে নো আরজিকর-কসবা, নো দুর্নীতি, শুধু শুধু শুধু বাঙালির অস্মিতা।

রাজ্য জুড়ে এতো জ্বলন্ত ইস্যু থাকতে আগেরবারের ভোটের বাংলার নিজের ঘরের মেয়ের আজ আবার হঠাৎ করে এমন বাঙালি প্রেমই বা উতলে উঠলো কেন? এর উত্তর আসলে লুকিয়ে আছে, এখানকার নকল ভোটারের প্রতিটি ভোট যাতে তৃণমূলের ভোটবাক্সে পরিপূর্ণ প্রতিফলিত করানো যায়, তার রহস্যময় অন্তরালে। এটাই হলো আজকের রাজ্য শাসকের ভোটযুদ্ধের আসল প্রাণ ভোমরা।

কয়েকটা পরিসংখ্যান এই আলোচ্য বিষয়কে জলের মতো পরিষ্কার করে দেয়। একথা স্বীকার করে নিতেই হবে, রাজ্যের সার্বিক সংখ্যালঘু ভোটদাতার প্রায় একশো শতাংশ ভোট কিন্তু তৃণমূলের ঝুলিতে পড়েই চলেছে এক দশক যাবৎ। অদ্ভুত ভাবে এই সংখ্যালঘুর ভোটারের সংখ্যা কিন্তু এবার এক লাফে বৃদ্ধি পেয়েছে সবপক্ষকে হতবাক করে। ২০১৯ সালে রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোটার ছিল ২৫-এ। চলতি বছরে তার আকার দাঁড়িয়েছে ৩০-এ। মাত্র ছয় বছরে এমনতর বৃদ্ধি কোন যাদু স্পর্শে সম্ভবপর হলো এটাই আশ্চর্যের। এই আচমকা বৃদ্ধির হারটাই কি বাঙালি অস্মিতা নব্য সংরক্ষণের আসল কারণ?

হতবাক হওয়ার ঝুলির রসদ শেষ কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি হবার নয়। গিলি গিলি গো ভুতুড়ে ম্যাজিক কিন্তু আরও আছে। এবার কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপর নজর নিবদ্ধ করা যাক। রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভা এলাকায় ২০০৯ সালে মোট ভোটার ছিল এক লক্ষ ৬৫ হাজার। ২০২৪ সালে সেখানে ভোটদাতার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে তিন লক্ষ ১৩ হাজারে। অর্থাৎ ভোটদাতার বৃদ্ধি হয়েছে ৫৫.৪৩ । কল্পনা করা যায় এই বৃদ্ধি? এবার আসা যাক সোনারপুর উত্তর কেন্দ্রে। সেখানে ২০০৯ সালে ছিল এক লক্ষ ৭৬ হাজার ভোটার। ২০২৪ সালে তা বেড়ে গিয়েছে তিন লক্ষ ১৪ হাজারে। সুতরাং এখানে ভোটদাতারা নিজেদের বাড়িয়েছেন ৫৪.১ শতাংশ হারে।

অর্থাৎ এই বৃদ্ধি প্রাপ্তরা শুধু এখানে এসে বসবাস করছে না, তারা প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে ভোটার লিস্টে নিজেদের নামও তুলিয়ে নিয়েছে ভোজবাজি সহ তোলাবাজি প্রক্রিয়ায়। একই চিত্র দেখা মিলেছে মানিকচক, মালতিপুর, রতুয়া ও মালদহ-হরিশচন্দ্রপুর বিধানসভা অঞ্চলে। যথাক্রমে ২০০৯ সালে ওই সব স্থানে ভোটারদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ৫৫ হাজার, এক লক্ষ ৩৪ হাজার, এক লক্ষ ৭২ হাজার ও এক লক্ষ ৪২ হাজার। ওই চার বিধানসভাগত স্থানে ২০২৪ সালে ভোটার এখানে বেড়ে গেছে যথাক্রমে দুই লক্ষ ৬৬ হাজার, ২ লক্ষ ৪৪ হাজার, দুই লক্ষ ৯০ হাজার ও দুই লক্ষ ৬৭ হাজার। ফলে সেখানে ভোটদাতার সংখ্যা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে যথাক্রমে ৫৩.৮৭ শতাংশ, ৬১.৩৪ শতাংশ, ৫২.৪০ শতাংশ ও ৬৭.০৫ শতাংশ।

এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র অ্যাসিড টেস্টের একটা নামান্তর মাত্র। এই বৃদ্ধির সূচক কিন্তু রাজ্যের বহু স্পর্শকাতর বিধানসভা কেন্দ্রের আসল প্রতিফলক হয়ে উঠেছে। রাজ্যের নির্বাচনী তালিকায় এমন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির বিষয়ে শাসকের একটাই দাবি, ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়া মানছি না মানবো না। বাঙালিদের উপর এমন আক্রমণ তৃণমূল সর্বশক্তি দিয়ে রুখবে। উল্টে, বিরোধী বিজেপির দাবি, এই অতিরিক্ত ভোটাররা আসলে অনুপ্রবেশকারী মুসলিম বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গার দল। এদের দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেওয়া হবে।

> এ আবার কেমন কেমন কথা? শাসক শিবির তো ইতিমধ্যেই এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলতে শুরু করেছে, কেন্দ্রের বিজেপি পরিকল্পিত ভাবে বাংলার অস্মিতার ভাবাবেগের উপর আক্রমণ শানাচ্ছে। তবে বিরোধী এরই প্রতিবাদে সরাসরি বলছে, অনুপ্রবেশকারীরা হলো শাসকের পোষ্য দুধেল গাই। আমরা এসব জঞ্জালদের দেশ ছাড়া করতে হেস্তনেস্ত করবোই। বিরোধীদের ছোটকর্তা হিসেবে সিপিএম এবং কংগ্রেস তো আবার দুধেল গাই সম্পর্কে একেবারে স্পিকটি নট্। বরং এই লপ্তে তৃণমূলের বাঙালি অস্মিতার দুর্বোধ্য প্রেমকে দূর থেকে ফ্লায়িং কিস করতে বামের যে অরুচি নেই তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে সোস্যাল মিডিয়ার পোস্টে পোস্টে। ওরে বাবা সংখ্যালঘু ভোট বলে কথা। কেই বা নির্বাচনী বাজারে এই অমূল্য রতন বোকার মতো হারাতে চায়? তাতে না হয় দেশের নিরাপত্তা জলাঞ্জলি দিতে হলে দেওয়া যাবে ক্ষণ। আরে বাবা ভোট যে বড় বালাই। এই একটি বিষয়ে বাম ঘাস হাত যে একই সূত্রে গাঁথা। রাজ্যের আগামী নির্বাচনে দলগত ভোটের ইস্যু কি হবে তা সর্বাগ্রে জানান দিয়ে দিয়েছে বিজেপি। প্রধানত তারা তিনটে ইস্যুকে সামনে তুলে ধরেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই রাজ্যে এসে ৫,৪০০ কোটি টাকার নয়া পুঁজি নিবেশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বার্তা দিয়েছেন আগামী ভোটে উন্নয়ণ ও কর্মসংস্থান নিয়ে অবশ্যই খেলা হবে। এছাড়া রাজ্য শাসকের দুর্নীতির কথাও প্রচারে প্রকট করেছেন নির্দ্বিধায়। সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি সাফ বার্তা দিয়েছেন তৃণমূলকে।

দেশের নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) চালু করেছে বিহারে। সারা দেশের সঙ্গে এই অভিযান প্রয়োগ হবার কথা এই রাজ্যেও। সংবিধানের ৩২৬ নম্বর ধারা অনুসারে ১৮ বছরের উর্ধ্বে একমাত্র ভারতীয় নাগরিকেরাই এই দেশে ভোটে অংশ নেওয়া থেকে ও ভোটদানের অধিকারী হতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে শুধুমাত্র বিহারেই ২০০৩ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত দেশের নাগরিক নন এমন ভোটদাতার সংখ্যা ৬০ লক্ষেরও বেশি। এমন ভয়ঙ্কর তথ্য উঠে এসেছে এসআইআর'এর সমীক্ষায়। বিশেষ ভাবে আরও লক্ষণীয়, এই সমীক্ষার প্রসঙ্গে বিহারের শাসক দল স্বাগত জানালেও সেখানকার বিরোধী শিবির কিন্তু উষ্মা প্রকাশ করে চলেছে। আবার আমাদের রাজ্যে এসআইআর'এর প্রস্তাবিত অভিযান সম্পর্কে বিহারের রাজনৈতিক লবির ১৮০ ডিগ্রি উল্টো অবস্থান লক্ষনীয়। এখানে শাসক এর বিরোধিতায় গলার শিরা ফোলাচ্ছে আবার বিরোধীরা এখানে তা প্রণয়ন করতে আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষাধিক। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সুরে গলা মিলিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অতি সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছেন, অবৈধ ভোটার ও অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। আমরা কঠোর হস্তে তা চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। সুতরাং এসব বাস্তবায়িত হলে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে তুমুল ধস নামবে এটা কিন্তু সদ্যজাত শিশুও বোঝে।

এর উপর গোদের উপর আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন'এর রাজ্য প্রধান ইমরাণ সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, এবার পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ আসনেই এবার তারা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছে। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের বিধায়ক নাওসাদ সিদ্দিকীর প্রেস ব্রিফিংয়ে। তিনিও বলেন, তাঁদের দল আগামী নির্বাচনে অধিকাংশ কেন্দ্রে পৃথকভাবে লড়বে। এমনই আবহে আবার নতুন করে গুঞ্জন উস্কে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তিনি তো আবার স্থানীয় মুসলিমদের উন্নয়ণের লক্ষ্যে নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার হুমকি দিয়ে রেখেছেন। আক্ষরিক অর্থেই এই সমস্ত নয়া রসায়ণ ভোটের বাজারে মোটেও দাগ কাটতে পারবে না তা তারা নিজেরাও ভালো জানে। কিন্তু যেটা তারা পারবে সেটা হলো তৃণমূলের ভোট সিন্দুকে কিছুটা হলেও মধু খুবলাতে সক্ষম হবে। আদতে সেটাও ঘাসফুল শিবিরে চরম বিরম্বনার কারণ বৈকি।

এসব তো আর মুখে বলা যায় না। তাই বাংলা অস্মিতাকেই ঘুর পথে বুকে ধারণ করতে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে।

আচ্ছা, বাংলা অস্মিতার গূহ্য অর্থ জয় বাংলা নয়তো! কারণ আগামী ভোট যে রাজ্য শাসনের আসলি বাজির কালো ঘোড়া। জিততে পারলে ফের বাজিগড়। অন্যথায় পারোর দেবদাস চরিত্রের ক্লাউন তো হেরো পার্টির জন্য অপেক্ষা করছেই। তাহলে আর কি? জয় হো ভোট। জয় হো নয়া ভোটার লিস্ট।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দু'টি মালগাড়ির সংঘর্ষে লাইনচ্যুত ১০টি বগি, ব্যাহত ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ফের ট্রেন দুর্ঘটনা। শনিবার ভোরের দিকে ভয়ানক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পুরুলিয়ার আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া-চান্ডিল শাখায় চান্ডিল ও নিমডহ স্টেশনের কাছে।

শনিবার ভোরে দু'টি মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়। জানা গিয়েছে, টাটানগর থেকে পুরুলিয়ার দিকে ডাউন লাইনে যাচ্ছিল লৌহ আকরিক বোঝাই একটি মালগাড়ি। সেটি চান্ডিল স্টেশন পেরনোর পর লাইনচ্যুত হয়। লাইনচ্যুত মালগাড়ির বগিগুলো উল্টো দিক থেকে আসা অন্য একটি মালগাড়ির বগিতে ধাক্কা মারে, যার ফলে দ্বিতীয় মালগাড়িরও বেশ কয়েকটি বগি লাইন থেকে পড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে শনিবার ভোরের দিকে। খবর পেয়ে রেলের বিপুল সংখ্যক কর্মী ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভোরের দিকে হঠাৎ বিকট শব্দ শোনা যায়। আওয়াজ শুনে মানুষজন ছুটে গিয়ে দেখেন, চান্ডিল ও নিমডহ রেলস্টেশনের মাঝে পিটিকি রেল গেটের সামনে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় প্রচুর মানুষের প্রাণহানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, এই দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। রেলওয়ে আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। ঘটনার জেরে বন্দে ভারত, রাঁচি-হাওড়ার মতো বহু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। আবার অনেক ট্রেনকে ঘুরপথে চালানো হচ্ছে।

বায়ুসেনার মক ড্রিল দেখতে গঙ্গাপাড়ে ভিড় এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: ফরাক্কা ব্যারেজের ওপর হেলিকপ্টারের চক্কর দেওয়াকে কেন্দ্র করে মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গঙ্গাপাড়ের আশপাশে ক্রমশ থিকথিকে ভিড় জমতে শুরু করে। মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জল্পনা। অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটল। জানা গেল বায়ুসেনার একআই ১৭ হেলিকপ্টারটি উড়ছে মকড্রিলের জন্য। ফরাক্কা ব্যারাজের নিরাপত্তা বাড়াতেই এই মকড্রিল বলে জানা গিয়েছে।

বায়ুসেনার এমআই ১৭ হেলিকপ্টারটি হঠাৎ উড়ে এল ফরাক্কা ব্যারাজের ওপর। আর তারপরই সেটি চক্কর কাটতে শুরু করল গঙ্গার ওপর। নদীবক্ষে চক্কর কাটার পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হেলিকপ্টার থেকে গঙ্গায় ফেলা হল তিনটি স্পিডবোট। এরপরই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আটজন সশস্ত্র সেনা জওয়ান হেলিকপ্টার থেকে উত্তাল গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। ওই আটজন স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কেটে উঠে পড়লেন চারটি স্পিডবোটে।

ফরাক্কা ব্যারাজের মতো অতি সুরিক্ষিত সেনসেটিভ জায়গায় হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন অনেকেই। এলালায় শুরু হল জল্পনার আদাম প্রদান।পরে জানা গেল ফরাক্কা ব্যারাজের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ভারতীয় সেনার বিশেষ মকড্রিল চলছে। সকাল থেকে ফরাক্কা ব্যারাজের আপ স্ট্রিমে বায়ুসেনার হেলিকপ্টার থেকে গঙ্গাবক্ষে সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা ও এনডিএম বাহিনীকে বিভিন্ন রকম কসরত করতে দেখা যায়।

তালতলা ঘাট সংলগ্ন এলাকায় হেলিকপ্টার থেকে মিনিট খানেকের মধ্যে পরপর আটজন উত্তাল গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। সাঁতরে ঝপাঝপ স্পিডবোটে ওঠেন। সেনাবাহিনীর এই বিশেষ মকড্রিলের সময় মৎস্যজীবীদের নৌকো নিয়ে গঙ্গায় নামতে বারণ করা হয়েছিল। বিশেষ নিরাপত্তার মধ্যেই চলে সেনা জওয়ানদের কসরত। বেশ কয়েকটি স্পিডবোট ঘাটে ঘাটে নজরদারি চালাচ্ছিল। সবার হাতেই ছিল অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র।

পহেলগাঁও হত্যার পর অপারেশন সিঁদুর অভিযানে কাশ্মীরকে কার্যত নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল দিল্লি। তখন থেকেই ফরাক্কা ব্যারাজের নিরাপত্তা জোরদার শুরু করা হয়। ফরাক্কা ব্যারাজের জিমএম আরডি দেশপান্ডে বলেন, 'সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আমাদের মকড্রিলের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। ব্যারাজের সুরক্ষার স্বার্থে তা দেওয়া হয়েছে। তবে অভ্যন্তরে আর কোনও কারণ রয়েছে কিনা আমার জানা নেই।' এই বিষয়ে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ কিছু জানেন না বলেই জানালেন। এর আগে গত মে মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নির্দেশে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সংযোগকারী ফরাক্কা ব্যারাজ অঞ্চল সুরক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফরাক্কা ব্যারাজের ওপর জঙ্গিদের টার্গেট রয়েছে বলেই কেন্দ্রের গোয়েন্দা বাহিনীর দাবি।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভে রাখি পরাল বোনেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে তাদের মঙ্গল ও সুরক্ষা কামনা করে বোনেরা। সেই ধারাকে বজায় রেখে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ গাছে রাখি বাঁধল সুন্দরবনে বোনেরা। ম্যানগ্রোভ ভালো থাকলে সুরক্ষিত থাকবে সুন্দরবন, ভালো থাকবে পরিবেশ। সেই কামনায় গরান, গেওয়া, ক্যাওড়া গাছে শনিবার রীতি মেনে রাখি পরিয়ে তাদের সুরক্ষা কামনা করল সুন্দরবনের বোনের। আর এই রাখি উৎসব এক অভিনবত্বের বার্তা দিল সমগ্র মানবসমাজকে। গাছ বাঁচলে সুন্দরবন বাঁচবে, বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখবে, তাই গাছে রাখি বন্ধনের মধ্যে দিয়ে শপথ নিলেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকারা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জের ঘোষ পাড়াতে একটি সংস্থার পক্ষ থেকে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকে যেমন ক্যাওড়া, গরান, গেওয়ায় রাখি পড়াল তারা। ইছামতির নদীর তীরে সুন্দরবনের বাদাবন অর্থাৎ এই ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল। এ বিষয়ে হিঙ্গলগঞ্জের প্রধান রূপা গুপ্তা তিনি বলেন, খুব ভালো উদ্যোগ ও ধন্যবাদ জানালেন পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনকে বারবার তছনছ করে দিয়েছে। যেভাবে বাংলাভাষীদের নিয়ে ভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে বাঙালিদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করছে, শ্রমিক খুন হচ্ছে, তাতে আজকের দিনটা বাঙালিদের কাছে আবেগের।

সিউড়ি সিধো-কানহু মুক্ত মঞ্চে প্রায় স্থানীয় স্কুলের ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে তিনদিনের কর্মশালা শেষ হল শনিবার। বীরভূম জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় শিশু-কিশোর অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এই কর্মশালার শুরু। ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতির মাঝখান থেকে নিজেরাই বিভিন্ন জিনিস তুলে এনে নিজেদের হাতেই বানাল 'কাটুম কুটুম'।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রতিবাদ সভা ও অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: দলীয় নির্দেশে বাংলা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচার ও এসআইআরের প্রতিবাদে সভা ও অবস্থান বিক্ষোভ করলেন বারাসত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। শনিবার হাড়োয়া বিধানসভার হাড়োয়া খাল এলাকায় এই প্রতিবাদ সভা ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, হাড়োয়ার বিধায়ক শেখ রবিউল ইসলাম, ইত্তিকার উদ্দিন, আবদুল হাই, সাহাব উদ্দিন-সহ অন্যান্যরা। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ চলে।

সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটনের সমর্থনে এই কর্মসূচি পালিত হয়। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তুলে বলেন, 'ভারতকে স্বাধীন করতে বাংলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সেই বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করছে অত্যাচার করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এসআইআরের মধ্যে দিয়ে বাংলার মানুষকে ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দিয়ে ফায়দা তুলতে চাইছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। তাঁদের নির্দেশে আমরাও প্রতিবাদ সভা, মিছিল, অবস্থান বিক্ষোভ করছি। বাংলাকে নতুন করে বিভাজনের চেষ্টা করছে। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের দলটার নাম টিএমসি। টি ফর টেম্পল মানে মন্দির, এম ফর মসক মানে মসজিদ ও সি ফর চার্চ। অর্থাৎ সকল ধর্মের কঠিন বন্ধনে গঠিত তৃণমূল। তাই যারা যতই চেষ্টা করুক না কেন এত সহজে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাঙা যাবে না।'

বিধায়ক শেখ রবিউল ইসলাম বলেন, 'বাংলার বুকে অত্যাচার হচ্ছে, এসআইআর করে অশান্ত করা হচ্ছে। বাংলাকে বিজেপি ভয় পাচ্ছে বলেই নানান কৌশলে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করা হচ্ছে। বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা রুখে দেবেন। নির্দেশ মতো দলীয় কর্মসূচি আমাদের পালন করে যেতে হবে।'

নিখোঁজ মেয়েকে ফিরে পেতে প্রশাসনের দুয়ারে ঘুরছেন বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গত দেড় মাস ধরে নিখোঁজ একাদশ শ্রেণির নাবালিকা মেয়েকে ফিরে পেতে প্রশাসনের দুয়ারে ঘুরছেন বাবা-মা। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে ঝাড়খণ্ডের কোথাও আটকে রাখা হয়েছে। কিছুদিন আগে অচেনা নম্বর থেকে উড়ো ফোন করে তাদের মেয়েকে ঝাড়খণ্ডে আটকে রাখার বিষয়টি জানানো হয়। এতেই ওই ছাত্রীর পরিবারের অনুমান, নারী পাচারকারী চক্রের খপ্পরে পড়ে তাদের মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ১৭ বছর বয়সী ওই নাবালিকা। সে ইংরেজবাজার শহরের একটি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। গত ২৬ জুন স্কুল যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই ছাত্রী। এরপর থেকেই তার কোনও হদিশ নেই। ঘটনার প্রায় দেড় মাস হতে চলল থানায় অভিযোগ জানানো হলেও এখনো পর্যন্ত ওই নাবালিকার কোনও খবর পাচ্ছে না পরিবার। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

ওই নাবালিকার মা জানিয়েছেন, 'বেশ কিছুদিন আগে অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে মেয়ে ঝাড়খণ্ডে আটকে রয়েছে বলে আমাদের জানানো হয়। তারপরে ওই নম্বরে আর অন্যরকম ভাবে যোগাযোগ করতে পারিনি। প্রথমে মেয়ের নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছিলাম । পরবর্তীতে মেয়েকে দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু তারপরেও কোনও রকম সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশও ঠিক ভাবে সহযোগিতা করছে না, তাই এবারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ পত্র জানানোর কথাই ভেবেছি।'

এই ঘটনায় শাসক দলের পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য নীলাঞ্জন দাস বলেন, একটা অসহায় পরিবার বারবার পুলিশের সহযোগিতা চেয়েও পাচ্ছে না। দেড় মাস ধরে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর নিখোঁজ হয়ে রয়েছে। এমনকি তাকে অপহরণ কথার অভিযোগেও বলা হয়েছে। তবুও পুলিশ নির্বিকার। আসলে তৃণমূলের রাজ্যে গরিব অসহায় মানুষদের পাশে নেই প্রশাসন। এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি বলেন, বিজেপির অভিযোগ ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। রাজ্য প্রশাসনের নির্দিষ্ট পোর্টাল রয়েছে। সেখানে নানান অভিযোগ নথিভুক্ত হয়ে থাকে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত করেই নানান সমস্যা সমাধান করছে। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, বিষয়টি জানা নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

খোয়া যাওয়া মোবাইল ফেরত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করে তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি প্রকৃত মালিকরা। পুলিশের এই তৎপরতায় স্বভাবতই খুশি তাঁরা।

জানা গিয়েছে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল চুরির ঘটনা সামনে আসছিল। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেতে অনেকেই থানায় লিখিত ভাবে জানিয়েছিলেন। এরপর এই ঘটনার তদন্তে নামে বালুরঘাট থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ২৩টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় এদিন। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে বলেই বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। এদিন হারিয়ে যাওয়া মোবাইল তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার সময় থানা চত্বরে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস-সহ থানার বিভিন্ন পুলিশ অফিসার।

পালিত রাখি বন্ধন উৎসব: শনিবার রাখি বন্ধন উৎসব! সারা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য হাতে বাঁধা হচ্ছে রাখি। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লবপুরে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ত্রিবেণী যুব জনকল্যাণ অর্গানাইজেশন সম্প্রীতির বার্তা দিতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে রাখি বন্ধন উৎসব শুরু করে। সংগঠনের সদস্যরা এদিন সকালে নয়াবসান মুসলিম বস্তিতে প্রথম মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনকে রাখি পরান। পরে দিনভর একাধিক জায়গায় সাধারণ মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেওয়া হয়।

রাখিবন্ধনে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাখি বন্ধনে উৎসবে মাতল হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়। সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করল উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা প্রদেশকে ভাগ করা সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা মূল লক্ষ্য ছিল। সেটাই রুখে দিয়েছিল বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। নতুন করে ইংরেজদের ভূমিকায় উপনীত হয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বাংলা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করে নতুন করে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা চলছে। শনিবার রাখি বন্ধনের মধ্যে দিয়ে যেমন সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হল তেমনই বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও শুরু হল।

এদিন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত থেকে সুন্দরবনে একাধিক ব্লক পাশাপাশি বসিরহাট ও টাকি পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হল। সব সম্প্রদায় মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টি মুখের মধ্য দিয়ে ভাতৃত্ব সৌহার্দ্য সম্প্রীতির বার্তা দিলেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা বললেন, 'এটা সম্প্রীতির বাংলা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের জন্মভূমি এখানে সব সম্প্রদায় মানুষকে একত্র করে আমরা মিলিত হই আজকের এই দিনটাকে উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করি।'

ডিস্ট্রিক্ট পেস ক্লাব বারাসতের উদ্যোগে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। এদিন পুলিশ, বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক-সহ পথচলতি মানুষের হাতে রাখি বেঁধে দেন সাংবাদিকরা।

সিউড়ি ১নং ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের হাতে বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করছেন সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদ্যোগে সাড়ম্বরে উদযাপিত হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরে অবস্থিত সুকান্ত ভবনে জেলাস্তরের এই আদিবাসী দিবস উদযাপন করা হয়। দু'দিনের এই অনুষ্ঠানের শনিবার সূচনা করেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নে হাজির ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, জেলা অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ দপ্তরের আধিকারিক সুজয় সাধু, বংশীহারী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত বল, বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য সুভাষ ভাওয়াল-সহ অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্টজন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। পরবর্তীতে উদ্বোধনী ভাষণের মধ্যে দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর আধিবাসী ছেলে মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্র। এছাড়া আদিবাসী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর ওই সম্প্রদায়ের নিজস্ব কায়দায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকারের নেওয়া একাধিক প্রকল্প তুলে ধরা হয় প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে থেকে নিজের বক্তব্যে রাজ্য সরকারের উন্নয়নশীল কাজের খতিয়ানের পাশাপাশি আদিবাসী মানুষদের জন্য কি পরিকল্পনা রয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

এ বিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'আদিবাসী মানুষদের যে নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস রয়েছে সেগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এ বছর চার দিন ধরে এই বিশেষ দিনটিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রায় ১৬ এর বেশি আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ রয়েছে। তাদের উন্নয়নকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে নেওয়া বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকল্পগুলি আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। সবমিলিয়ে আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস বজায় রেখে বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাতে তারা আরও এগিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফে।'

উল্লেখ্য, এবছর চার দিন ধরে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। ৭ এবং ৮ আগস্ট বালুরঘাটে রবীন্দ্রভবনে (ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে) এবং ৯ ও ১০ তারিখে বুনিয়াদপুরে সুকান্ত ভবনে এই দিনটিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি কুশমন্ডিতে ব্লক স্তরের এই অনুষ্ঠান ৭ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত চলবে।

পাচারের আগে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পাচারের আগে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার গাঁজা। ঘটনায় আটক নাবালক সহ দু'জন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানা এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুনিয়াদপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে গাঁজা পাচারের অভিযোগে নাবালক-সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে বংশীহারী থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম রাজদীপ প্রামাণিক। ধৃত দু'জনেরই বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরাম থানা সংলগ্ন এলাকায়। শুক্রবার রাতে বুনিয়াদপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহভাজন অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। এরপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সামনে আসে পুরো বিষয়টি। তাদের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে প্রায় ১০ কেজির ৪৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা।

গাঁজাগুলি কোথায় পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এই ঘটনা আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। পাশাপাশি ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশি হেপাজতে চেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলার প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে বংশীহারী থানার পুলিশের তরফে।

বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের রাখি পরাল প্রতিবন্ধী কচিকাঁচারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: প্রত্যেক বছরে ন্যায় এ বছরও আনন্দের সঙ্গে রাখি উৎসব পালন করলো অন্ডালের খান্দরা উর্ধ্বতন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা।

শনিবার রাজ্যে তথা দেশজুড়ে আনন্দের সঙ্গে পালিত হচ্ছে রাখি উৎসব। বাদ নেই অন্ডালের খান্দরা উর্ধ্বতন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এদিন বৃদ্ধাশ্রম এর আবাসিকদের*তাঁদের পুরনো দিন ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা খান্দরা উর্ধ্বতন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির। খান্দরা বিধানচন্দ্র প্রতিমন্ত্রী কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা বৃদ্ধাশ্রমে এসে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে রাখি পরিয়ে দিল। সঙ্গে বৃদ্ধাশ্রমের তরফে সকলের জন্য মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা ছিল।

বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক অঞ্জলি ব্যানার্জি জানান, আবাসন কর্তৃপক্ষ তথা বিধানচন্দ্র প্রতিবন্ধী কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তারা কৃতজ্ঞ। কেননা একসময়ে তারা বাড়িতে তাদের ভাইদের রাখি পরিয়ে এই দিন পালন করত আনন্দের সঙ্গে। আজ বৃদ্ধাশ্রমে থেকে পুরনো সেই দিন যেন ফিরে পেলেন এই রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনি প্রতিবন্ধী পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি অনুপ কুমার সিনহা জানান, প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হলো। বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের মন একটু ভালো করতে, তাঁদের ফেলে আসা দিনে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাদের।

নোটিশ

আমাদের গ্রাহকগণ নান শ্রী সুজিত রায়, পিতা শ্রী মধু সূদন রায় এবং শ্রীমতি শর্মিলা রায়, স্বামী শ্রী সুজিত রায়, উভয়ের নিবাস ১২৬, যোধপুর গার্ডেনস, পো এবং থানা : লেক, কলকাতা : ৭০০০৪৫, এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩, সমুদয় দোতলা , পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৫০ বর্গফুট তিনতলা ভবনে, এবং অবিভক্ত জমির পরিমাণ এরিয়া ০২ কাঠা ০৮ ছটাক এর যথাযথ ভাগ অংশ কমবেশি সহ ক্রয় করেছেন, অবস্থিত মৌজা : কালিকাপুর, জেএল নং ২০, আরএস নং ২, তৌজিনং ৩, ৫ এবং ১২, পরগনা :খাসপুর, সিএস দাগ নং ৫৯, আরএস দাগ নং ৫৯, সিএস খতিয়ান নং ১০৬, আরএস খতিয়ান নং ১২১, প্রেমিসেস নং ৩৯৮, কালিকাপুর রোড, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : গরফা, কলকাতা : ৭০০০৯৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,মালিকগণ নাম শ্রীমতি ছবি সেন, শ্রীমতি উর্মিলা সাহা এবং কুমারী নিনিশা সেন এর কাছ থেকে হস্তান্তর দলিল তারিখ ২৫.১০.২০১৬, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৫০৪০৬ থেকে ১৫০৪২৫, দলিল নং ১৬০৩০৫০৫১-২০১৬ সালের। উক্ত মূল দলিল নং ০৫০৫১-২০১৬ সালের আমাদের গ্রাহক যার বিনিময়ে হোম লোন নিয়েছেন তা আমাদের হেফাজত থেকে ১৫ জুলাই ২০২৫ তারিখ বেলা ১০.৩০ সময় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার দক্ষিণ কলকাতা, ২য়তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭ উত্তর কুমড়াখালি, ইএম বাইপাস, কলকাতা -৭০০১০৩ ঠিকানা থেকে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানা, কলকাতা -৭০০১০৩ এর অফিসার ইনচার্জ এর নিকট জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিইই নং ১৫৬৫ তারিখ ১৫.০৭.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল/নথি পেয়ে থাকলে বা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিষয়ে কোনও দাবি থাকলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক বা আমার মক্কেল তা গ্রাহ্য করবে না।

অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার
এসবিআই, হোম লোন সেন্টার সাউথ কলকাতা
মো : ৯৬৭৪৬৫৭৫১৪

পাড়ায় সমাধানে অসুবিধার কথায় তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি বিডিওর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলেই পাড়ায় সমাধান শিবির, পড়ুয়াদের অসুবিধার কথা জানাতে গেলে মিলল বিডিওর তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার হুমকি, বিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোল, রাজনৈতিক চাপানউতোর।

পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলে আয়োজিত হয়েছিল পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি। পরীক্ষার সময় পড়ুয়াদের মনসংযোগ বিঘ্নিত করে স্কুলে কেন এমন কর্মসূচি প্রশ্ন তুলেছিলেন স্থানীয়দের একাংশ। আর তাতেই বিডিও প্রতিবাদীদের প্রকাশ্যে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে বসলেন বলে অভিযোগ। বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের পুখুরিয়া হাইস্কুলের সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোল। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও।

বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের পুখুরিয়া হাইস্কুলে শুক্রবার আয়োজিত হয়েছিল আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচি। স্কুলে দ্বিতীয় সামেটিভ পরীক্ষা চললেও তাকে থোড়াই কেয়ার। স্কুলে যখন একদিকে পরীক্ষা চলছিল সেই সময় স্কুলেরই একাংশে ঘটা করে এই কর্মসূচীর আয়োজন করার প্রতিবাদ করেছিলেন স্থানীয়দের একাংশ। কিন্তু সে কথায় কান দেয়নি কেউ। উলটে শিবির পরিদর্শনরত স্থানীয় সিমলাপাল ব্লকের বিডিও মানস চক্রবর্তীকে বিষয়টি জানাতে গেলে বিডিও এক প্রতিবাদীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

হুমকির সেই ভিডিও মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সিমলাপালের বিডিও প্রকাশ্যেই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। সামাজিক মাধ্যমে সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল শুরু হয়। প্রতিবাদীর দাবি, পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলে ওই শিবিরের আয়োজন কেন? এই প্রশ্ন তুলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাতেই তাঁকে হুমকি দিয়েছেন বিডিও। স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির দাবি কী হয়েছে তা জানা নেই। তবে পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলে এই ধরনের শিবির করা অভিপ্রেত নয়।

বিডিওর হুমকি প্রসঙ্গেও তাঁর দাবি, এই ঘটনা না-ঘটলেই ভালো হত। অভিযুক্ত বিডিওর দাবি স্কুলের পাশে থাকা একটি ক্লাবের মাঠে শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। শুধুমাত্র স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য স্কুলের দু'টি ক্লাসরুম নেওয়া হয়েছিল। শিবিরের জন্য স্কুলের পরীক্ষার্থীদের কোনও সমস্যা হয়নি। এক ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে শিবির বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিলে তাঁকে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। বিডিওর অভিযোগ, গোটা ঘটনার ভিডিও না-তুলে শুধুমাত্র বিশেষ একটি অংশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করা হয়েছে।

বিডিওর এই হুমকির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির দাবি, বর্তমানে সিমলাপাল ব্লকে তৃনমূলের ব্লক সভাপতি নেই। তাই বিডিও তৃণমূলের অঙ্গুলিহেলনেই এমন কাজ করেছেন। তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়ক বলেন, শিবিরের জন্য পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধা হবে না এব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই সেখানে শিবির করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এলাকায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রেও তেমন অস্থিরতা তৈরি করে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করাতেই বিডিও তাঁকে সাবধান করেছেন।

সাড়ে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ কিশোরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সাড়ে চার বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ১৫ বছরের এক কিশোরের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানা এলাকায়। এই ঘটনার পর রাতেই গুরুতর অসুস্থ হলে ওই শিশুকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। পুরো বিষয়টি নিয়ে ওই কিশোরের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা শিশুর পরিবার। পুলিশ ওই নাবালককে গ্রেপ্তার করে শনিবার চাঁচল জুভেনাইল আদালতে পেশ করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের রাস্তায় খেলাধূলায় মত্ত ছিল সাড়ে চার বছরের ওই কন্যা শিশুটি। সেই সময় তাকে চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ওই নাবালক বলে অভিযোগ। এরপর ওই শিশুটি রক্তাক্ত অবস্থায় কান্না শুরু করলে প্রতিবেশীদের পাশাপাশি বাবা-মাও ছুটে যান। বিষয়টি অভিযুক্ত ওই কিশোরের পরিবারকে জানাতে গেলে নির্যাতিত শিশুটির পরিবারের কথায় কান পাত্তা না-দিয়েই প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ । নির্যাতিতা শিশুর অভিভাবকেরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত রক্ত রণের ফলে তাদের মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাতেই মালদা মেডিক্যাল কলেজে তাকে ভর্তি করানো হয়। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ওই নাবালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মায়াপুর ইসকনে ঝুলন যাত্রার শেষ দিন। ছবি: নিলয় ভট্টাচার্য।

জাল লটারি চক্রের পান্ডা ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জাল লটারি চক্রের এক পান্ডা ধরা পড়ল আরামবাগ মহকুমার কামারপুকুরে। ধৃত ব্যক্তির নাম তপন রায়। শনিবার ধৃতকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় লটারি ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন তরুণ রায়। কয়েকদিন ধরেই তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা নামের লটারি টিকিট বিক্রি করছিলেন। গ্রাহকেরা বিশ্বাস করে টিকিট কিনছিলেন। কিন্তু আসলেই তা ছিল সম্পূর্ণ জাল। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। কিছু ক্রেতা সন্দেহ প্রকাশ করলে বিষয়টি পুলিশের কানে পৌঁছয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোঘাট থানার পুলিশ লটারি ব্যবসায়ীকে পাকড়াও করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জাল টিকিটের পুরো চালান বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর স্থানীয় মানুষদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই জানিয়েছেন, এর আগে এমন ঘটনা এলাকায় শোনা যায়নি, তাই তারা লটারি কিনে ঠকবেন ভাবতেও পারেননি।কামারপুকুরের মতো একেবারেই প্রত্যন্ত এলাকাতে কী ভাবে জাল লটারি চক্র তৈরি হল সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই বিষয়ে একজন লটারি ক্রেতা জানান, 'প্রায়ই ওই দোকান থেকে লটারি কিনতাম। কোনও সময়ই এক পয়সাও পাইনি। সন্দেহ হলেও বুঝতে পারিনি। এদিন গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বাস্তবটা বুঝতে পারছি।' ওই সব কেনা লটারি জাল ছিল। এই জাল লটারির পেছনে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রাখিবন্ধনের দিনে অনুতাপ

দিদিকেও অনেক উলটোপালটা বলে ফেলেছি: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার কোন্নগরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দিদিকে প্রণাম জানিয়েছি, একবার নয় দিদি তিন বার আশীর্বাদ করেছে।' তাঁর আক্ষেপ, 'দিদিকেও অনেক উলটোপালটা বলে ফেলেছি। এটা না-বললেই হয়তো ভালো হত।'

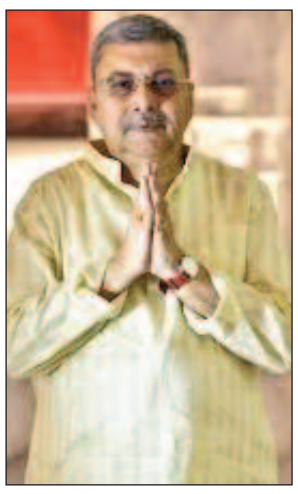

প্রকাশ করলেন কল্যাণ।

সম্প্রতি লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মুখে একাধিক বার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অভিমানের সুর শোনা গিয়েছিল। এ বার তা নিয়ে রাখিবন্ধনের দিনে অনুতাপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তাঁর সঙ্গে অভিষেকের দেড় ঘণ্টা ধরে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, 'পার্লামেন্ট নিয়ে এখন চিন্তা করার কোনও বিষয় নেই। আমাকে অনেক মামলা করতে হচ্ছে। আগামী ছ' মাস অনেক মামলা হবে। বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস হাতে হাত মিলিয়ে অনেক মামলা করেছে। দিদির ওপর যে আঘাত আনা চেষ্টা করছে সে আঘাতটা তো রুখতে হবে।'

সম্প্রতি মহুয়া মৈত্রর সঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র বাদানুবাদের ঘটনা সামনে এসেছে। মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন কল্যাণ। পালটা কল্যাণকেও নিশানা করেছেন মহুয়া। মুখ্য সচেতক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরেও মহুয়াকে নিশানা করে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার অবশ্য তাঁর গলায় শোনা গেল তাচ্ছিল্যের সুর। কল্যাণ বলেন, 'আমার এক জুনিয়র অ্যাডভোকেট ভাই আছে, সে আমাকে খুব সুন্দর একটা টেক্সট মেসেজ করেছে। সেটা থেকে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে একটুখানি বুঝতে পেরেছি মহুয়া মৈত্র এখন আমার কাছে কোনও সাবজেক্ট ম্যাটার নয়। আমার কাছে এখন অনেক কাজ রয়েছে...অহেতুক আমার সময়, মাথা একটা আননেসেসারি নারীর জন্য নষ্ট করছি। তার জন্য অনেকের কাছে খারাপও হয়ে যাচ্ছি।'

আসানসোল জেলা হাসপাতালে চাঞ্চল্য, জরুরি বিভাগের সামনে সদ্যোজাতকে ফেলে পালানোর চেষ্টা প্রসূতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাসপাতালের এমারজেন্সি বিভাগের সামনে কন্যা সন্তানকে জন্ম দিয়ে, সেই সদ্যজাতকে ফেলে পালানোর চেষ্টা প্রসূতির। যদিও, তা সফল হয়নি। দেখতে পেয়ে পার্কিংয়ের কর্মীরা প্রসূতিকে ধরে ফেলেন। শুক্রবার গভীর রাতের এই ঘটনায় আসানসোল জেলা হাসপাতালের চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আসানসোল জেলা হাসপাতালের এমারজেন্সি বিভাগের সামনে পার্কিংয়ের কর্মী রাজা দাস বলেন, শুক্রবার রাত বারোটার পরে এক মহিলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে আসেন। তার সঙ্গে আরো এক মহিলা ছিলেন। কিন্তু এমারজেন্সি বিভাগে ঢোকার আগে হাসপাতালের কর্মীদের গাড়ি রাখার জায়গায় ঐ মহিলা ঢুকে যায় ও সেখানে লাগানো পুরনো একটা ফলকের পেছনে আড়ালে হঠাৎ করে বসে পড়েন। তখন আমাদের মনে হয় হয়তো ঐ মহিলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কিছু করছেন। কিন্তু পরে লক্ষ্য করি, সে এক সন্তান প্রসব করেছে ঐ জায়গায়। সে নিজের হাতে ব্লেড দিয়ে নাড়ি কেটে সদ্যজাতকে সেখানে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখনই তাকে আমরা ধরে ফেলি। ঐ কর্মী আরো বলেন, সেই সময় সেখানে পুলিশ ক্যাম্পে থাকা পুলিশ ও এমারজেন্সি বিভাগে কর্মরত নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে তা বলি। তখন তারা আমাকে বলে, তোমরা ধরেছো, যা করার তোমাদেরকে করতে হবে। জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানতে পারি ঐ মহিলা আসানসোলের রেলপাড় এলাকার বাসিন্দা। তবে কি কারনে তিনি হাসপাতালে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তার সদুত্তর দিতে পারেননি। এরপরে সদ্যজাত ও প্রসূতিকে পার্কিং কর্মীরা নিজেদের উদ্যোগে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন।

এই প্রসঙ্গে, আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ নিখিল চন্দ্র দাস বলেন, আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি শুক্রবার রাতে এক প্রসূতি কোন জায়গা থেকে আসানসোল জেলা হাসপাতালের এমারজেন্সি বিভাগের সামনে এসেছিলেন। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন না। তার হাসপাতাল চত্বরেই প্রসব হয়ে যায়। স্থানীয়দের সাহায্যে পুলিশ ঐ প্রসূতিকে ভর্তি করেছে। আপাতত প্রসূতি ও তার সদ্যজাত সুস্থ আছেন। বাকি কি হয়েছে বলতে পারবো না।

এদিকে, পুলিশ জানায়, একটা অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আসানসোল জেলা হাসপাতালে রাখিবন্ধন উদযাপন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসানসোল উত্তর ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক থেকে সাধারণ কর্মীদের নিরাপত্তার শপথ নিয়ে শনিবার রাখি উৎসব উদযাপন করা হয়। কংগ্রেস কর্মীরা চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী থেকে নিরাপত্তা রক্ষী সবার হাতে রাখি পড়িয়ে দেন।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা শাহ আলম বলেন, এই রাখি বন্ধন উৎসব। আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে এই দিনে কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল। এই বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি প্রচার শুরু করা হয়েছে ও শপথ নিয়েছেন যে কংগ্রেস কর্মীরা কেবল বাংলায় নয়, সমগ্র দেশে নারীদের সুরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। তিনি বলেন, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাংলায়, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। সেখানে প্রতিদিন মহিলাদের সাথে এই ধরণের জঘন্য কাজ করা হচ্ছে।কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কেবল মহিলা ডাক্তারকেই ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়নি, তার পরে আইন কলেজে একজন আইন ছাত্রীকেও ধর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পাননি। তিনি বলেন, পার্ক স্ট্রিটের ঘটনাটি যেদিন ঘটেছিল, সেদিন যদি প্রশাসন কঠোরভাবে এর মোকাবিলা করা হতো এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দিত, তাহলে আমাদের এইসব দিন দেখতে হতো না।

সালানপুরে পথদুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসানসোলের সালানপুর থানার এথোড়া মোড় ব্রিজ সংলগ্ন ১৯ নং জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা। একটি স্কুটির সঙ্গে মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে মোটরবাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। আসানসোলের সালানপুর থানার সামডির মহিষামুড়ার বাসিন্দা মৃত মোটরবাইক চালকের নাম সত্যবান ঘোষ (৩৫)। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে মোটরবাইক চালকের মৃতদেহর ময়নাতদন্ত হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে সালানপুর থানার মহিষামুড়ার বাসিন্দা সত্যবান ঘোষ মোটরবাইকে দুধ নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। সামডি রোড দিয়ে এসে তিনি এথোড়া মোড় ব্রিজের কাছে ১৯ নং জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন। সেই সময় তার সামনে ধানবাদগামী লেনে একটি স্কুটি দ্রুত গতিতে চলে আসে। মোটরবাইক চালক সত্যবান ঘোষ তা দেখে টাল সামলাতে না পেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ঐ স্কুটিকে। তাতে স্কুটি চালকের তেমন কিছু না হলেও, মোটরবাইক চালক গুরুতর জখম হন। এলাকার বাসিন্দারা দৌড়ে আসেন। খবর পেয়ে সালানপুর থানার পুলিশ আসে। আহত মোটরবাইক চালককে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্কুটি চালকের দাবি, তিনি ঠিক লেন দিয়েই আসছিলেন। মোটরবাইকটি ভুল রাস্তায় এসে তার স্কুটিতে ধাক্কা মারে ও উল্টে যায়। এলাকার বাসিন্দা প্রতক্ষ্যদর্শীদের দাবিও তাই।

পুলিশ জানায়, ঠিক কি করে এই ঘটনা ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নির্মীয়মাণ মুরগি খামার তৈরির অনুমোদন বাতিলের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পরিবেশ দূষণের আশঙ্কায় এবার গ্রাম লাগোয়া নির্মীয়মাণ মুরগি খামার তৈরির অনুমোদন বাতিলের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন হীরবাঁধের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শালুইপাহাড়ি এলাকার মানুষ। শনিবার গোপালপুর-গুনিয়াদা রাস্তার ওপর নির্মীয়মাণ ওই মুরগি খামারের সামনে নিজেদের দাবি সংবলিত পোস্টার হাতে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হন এলাকাবাসীদের একাংশ।

অবরোধকারী গ্রামবাসীদের দাবি, লোকালয়ের সামনে এই ধরণের মুরগি খামার তৈরি হলে পরিবেশ দূষিত হবে। বাড়িতে বসবাস করাই এক প্রকার দুষ্কর হয়ে উঠবে। অবিলম্বে এই মুরগি খামার তৈরির অনুমোদন বাতিলের দাবির পাশাপাশি গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় এই কাজে পরিবেশ দপ্তরের অনুমোদন কী করে মেলে সে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। খবর পেয়ে অবরোধস্থলে পৌঁছেছে হীরবাঁধ থানার পুলিশ। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী সমাধান সূত্রের আশায় পুলিশ-অবরোধকারী দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চলছে।

'আমি গর্বিত বাঙালি, বাংলায় কথা বলি' লেখা ব্যাজ বুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এমন একটি উৎসব যা দিয়ে বার্তা দেওয়া হয় সৌহার্দ্য ও সম্প্রতির । ইতিহাস কিন্তু বারে বারে মনে করিয়ে দেয় রাখি বন্ধনের আরো এক ভুমিকা ছিল । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রাখি বন্ধনকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ করে তুলেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রাখি বন্ধন উৎসব নিয়েই গান লিখেছিলেন, ক্ষ্ম বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবানক্ষ্ম।

শনিবার দুর্গাপুরের ইএসআই হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মীরা এক অভিনব উপায়ে সেই রাখি বন্ধনের দিনে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। একইসঙ্গে শান দিলেন বাঙালি অস্মিতায়। সবার বুকে ঝুলছে ব্যাজ। তাতে লেখা, ক্ষ্ম আমি গর্বিত বাঙালি বাংলায় কথা বলিদ অত্যন্ত গর্বিতভাবে এবং সাহসের সাথে তারা তুলে ধরেন, কিভাবে একের পর এক রাজ্যে শুধু বাংলায় কথা বলার জন্য নির্যাতন নেমে আসছে বাঙালিদের উপরে। আর তার প্রতিবাদে তারা সোচ্চার হয়েছেন রাখি বন্ধনের মতো একটা দিনে ।

সিউড়ি কলেজপাড়া রেনবো ক্লাবের উদ্যোগে শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত হল রাখি বন্ধন উৎসব।

থ্যালাসেমিয়া শিশুদের নিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব ও প্রয়াত সাংবাদিকের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: থ্যালাসেমিয়া শিশুদের হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করল হুগলি প্রেস ক্লাব। এই উপলক্ষে শ্রীরামপুরে আরএমএস ময়দানে নিজস্ব প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠান হয় এবং এই সঙ্গে হুগলি জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক নীলরতন কুন্ডুর স্মরণসভা পালন করা হয়। শনিবার বেলা ১১টা থেকে তিনটে পর্যন্ত চলে এই অনুষ্ঠান। শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন সাংবাদিকরা, উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা, বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো, রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র, ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস, বিশিষ্ট সরকারি আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি উপস্থিত ছিলেন থ্যালাসেমিয়া শিশুরা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রাক্তন সাংবাদিকরা ও বর্তমান সাংবাদিকরা।

প্রথমে নীরবতা পালন করা হয় এক মিনিট তারপর নৃত্য পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা প্রয়াত সাংবাদিক নীলরতন কুন্ডুর অবদান নিয়ে বক্তব্য রাখেন এইসঙ্গে থ্যালাসেমিয়া শিশুদের হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রদীপ চক্রবর্তী হুগলি প্রেসক্লাবের সভাপতি ছিলেন প্রয়াত নীলরতন কুন্ডু উপস্থিত ছিলেন হুগলি প্রেসক্লাবের সম্পাদক তরুণ মুখার্জি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জনধারা ও কর্মাধ্যক্ষ ও মেন্টর ডক্টর সুবীর মুখার্জি তিনিও বক্তব্য রাখেন।

দিল্লিতে রাতভর ভারী বৃষ্টিতে মন্দিরের দেওয়াল ধসে মৃত ৮

নয়াদিল্লি, ৯ অগস্ট: ভারী বৃষ্টির জেরে দিল্লিতে মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে মর্মান্তিক মৃত্যু হল আট জনের। নিহতদের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে। শুক্রবার রাত থেকে দিল্লিতে ভারী বৃষ্টি চলছে। শনিবার সকালেও বৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লিতে একটি মন্দিরের দেওয়াল ধসে যায়।

শুক্রবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টির জেরে রাজধানী দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় জল জমে গিয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দিল্লির সফদরজঙে ৭৮.৭ মিলিমিটার, প্রগতি ময়দানে ১০০ মিলিমিটার, লোধি রোড এলাকায় ৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লিতে দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল আট জনের।

প্রাথমিক ভাবে পুলিশ সূত্রে খবর, ভেঙে পড়া দেওয়ালের নীচে আট জন চাপা পড়ে গিয়েছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় আট জনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। দিল্লি এইমস এবং সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁদের। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় আট জনের। মৃতদের মধ্যে দুই মহিলা এবং দুই শিশু রয়েছে। নিহত শিশুদের মধ্যে এক জনের বয়স ৬ বছর এবং অপর জনের ৭ বছর।

দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ওই এলাকায় একটি পুরনো মন্দির ছিল। তার পাশেই একটি ঝুপড়িতে কিছু সংখ্যক মানুষ থাকতেন। তাঁরা মূলত পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শনিবার সকালে বৃষ্টির সময়ে ওই মন্দিরের একটি দেওয়াল ভেঙে ছাউনির উপর পড়ে। ওই পুলিশ আধিকারিক জানান, দুর্ঘটনার পরে ইতিমধ্যে ওই মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে বাকি ঝুপড়ি ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে।

রাতভর সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে নিহত ২ জওয়ান

শ্রীনগর, ৯ অগস্ট: রাতভর সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই চলছে জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাঁওয়ের জঙ্গলে। টানা ন'দিন ধরে জঙ্গির খোঁজে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। এই অভিযানের পোশাকি নাম 'অপারেশন অখল'। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতভর জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে চার জওয়ান গুরুতর আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেনা সূত্রের খবর, তাঁদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।

অখল জঙ্গলে ঘাঁটি করেছে জঙ্গিরা, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান শুরু হয়। ওই ঘন জঙ্গলে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটি গুহা। সেনাবাহিনীর অনুমান, ওই গুহার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে জঙ্গিরা। কোথায় কোথায় তারা রয়েছে, তার খোঁজে ড্রোন এবং হেলিকপ্টার ব্যবহার করছেন সেনাবাহিনী।

১ অগস্ট থেকে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাঁও জেলার অখল জঙ্গলে অভিযান শুরু করেছে ভারতীয় সেনা। প্রথম দিনেই তিন জঙ্গিকে নিকেশ করেছিল নিরাপত্তাবাহিনী। পরে গত আট দিনে আরও বেশ কয়েক জন জঙ্গিকে শেষ করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং সিআরপিএফের যৌথ বাহিনী। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত ১০ জন জওয়ান আহত হয়েছেন বলে খবর।

প্রসঙ্গত, এই অপারেশনে এখনও পর্যন্ত খতম করা গিয়েছে পাঁচ জঙ্গিকে।

১ অগস্ট থেকে চলছে অভিযান। ঘন জঙ্গলে ঢাকা দক্ষিণ কাশ্মীরে কুলগামের অন্তর্গত এই ছোট গ্রামের নাম অখল। আর সেই কারণেই অপারেশনটির এহেন নামকরণ। গোয়েন্দাদের সূত্রে খবর পাওয়ার পরই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। তারপর থেকেই চলছে গুলির লড়াই।

উপরাষ্ট্রপতি পদে লড়তে পারে এবার ইন্ডিয়া জোট!

নয়াদিল্লি, ৯ অগস্ট: উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'য় এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। শনিবার এ কথা জানিয়েছেন এনসিপি (এস) প্রধান শরদ পাওয়ার। তিনি বলেন, 'এখনও এ বিষয়ে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি।'

সম্প্রতি রাহুল গান্ধির বাড়িতে নৈশভোজে আমন্ত্রিত ছিলেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। সেখানে নৈশভোজের পর আলাদা করে বৈঠক হয় জোটের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের। সেই বৈঠকেই উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু শরদ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এখনও এ বিষয়ে কোনও ঐক্যমত হয়নি বিরোধী জোটে। সূত্রের খবর, এনডিএ জোটের তরফে সিদ্ধান্ত হয়েছে উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী কে হবেন, সেটা ঠিক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রাথমিকভাবে শোনা যাচ্ছিল, এবার উপরাষ্ট্রপতি পদে এনডিএ শরিক দলগুলির কোনও বর্ষীয়ান নেতাকে বসানো হতে পারে। কিন্তু বিজেপি সূত্র সে সম্ভাবনা খারিজ করে দিচ্ছে। সূত্রের দাবি, উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে এমন কাউকে বাছা হবে যিনি বিজেপির মূল ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সূত্রের দাবি, ইন্ডিয়া জোটের নেতারা ঠিক করেছেন বিজেপি বা এনডিএ জোটের তরফে যাঁকেই দাঁড় করানো হোক পালটা প্রার্থী দেওয়া হবে। সেই প্রার্থীর নাম নিয়েও প্রাথমিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত না হলেও মোটামুটিভাবে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় নজর রাখা হবে, সেটা ঠিক করে ফেলা হয়েছে। সচরাচর উপরাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শাসক বিরোধী ঐক্যমতে পৌঁছনোর চেষ্টা করা হয়। সরকারের তরফেই সেটার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে সরকার পক্ষ এখনও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বলেই খবর।

আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করালেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৯ অগস্ট: 'দীর্ঘ সময়- ৩৫ বছর। ওরা লড়ছিল। এখন ওরা বন্ধু। আর পরবর্তী দীর্ঘ সময় বন্ধুই থাকবে।' হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের শান্তি চুক্তি করিয়ে ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের করমর্দনের সময় তাঁদের হাতদু'টিকে চেপে ধরতেও দেখা গেল হাস্যমুখ বর্ষীয়ান নেতাকে। পরে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ ও আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনায়ানও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ট্রাম্পের। এর আগে শুক্রবারই এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে সকলকে সুখবর দেন ট্রাম্প। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে লিখতে দেখা যায়, 'এই দুই দেশ (আর্মেনিয়া-আজারবাইজান) বহু বছর ধরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত। যার জেরে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বহু দেশের নেতা এই যুদ্ধ থামাতে অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু কেউই এখনও সফল হননি। অবশেষে আমরা সফল হলাম, এর জন্য 'ট্রাম্প'কে ধন্যবাদ।' এদিন ট্রাম্প জানিয়েছেন, দুই দেশই তাঁর কাছে কথা দিয়েছে তারা আর যুদ্ধে জড়াবে না। একে অপরের ভৌগলিক সীমানাকে সম্মান করবে। পাশাপাশি কূটনৈতিক সম্পর্কও নতুন করে শুরু করবে। সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন, দুই দেশের সঙ্গেই আলাদা চুক্তি করেছে আমেরিকা। শক্তি, বাণিজ্য থেকে প্রযুক্তি যার ভিতরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও রয়েছে- এমনই নানা বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। তবে চুক্তি সম্পর্কে বিশদে কিছু জানা যায়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর তোষামোদকারীরা সম্প্রতি বারবারই দাবি করেছেন একাধিক দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি করিয়েছেন তিনি। এই তালিকায় রয়েছে, কঙ্গো ও রুয়ান্ডা, ইরান ও ইজরায়েল। এমনকী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও যুদ্ধবিরতির কৃতিত্বও নিজের ঝুলিতে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। তবে ট্রাম্পের সে দাবি খারিজ করে দিয়েছে ভারত। হামাস-ইজরায়েল ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করলেও তাতে বিশেষ ফল হয়নি।

শনিবার দেশজুড়ে পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব। ভাই ও বোনের এই প্রীতিবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনেও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাখি পরালেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরা। এদিন সকালে দেশবাসীকে রাখিবন্ধন উৎসবের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'রাখিবন্ধনের উপলক্ষে বিশেষ শুভেচ্ছা।'

কেনিয়ায় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু ২৫ জনের

নাইরোবি, ৯ অগস্ট: কেনিয়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২৫ জনের। শেষকৃত্য সেরে ফেরার পথে উলটে গেল বাস। ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। আহতের সংখ্যা ৪। শুক্রবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'মর্মান্তিক একটি ঘটনা। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ১০ জন মহিলা। কী কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।' জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় বাসটি কাকামেগা থেকে কিসুমু শহরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। যাত্রীরা স্থানীয় এক বাসিন্দার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ফিরছিলেন। গন্তব্যের কাছাকাছি আসতেই ঘটে যায় অঘটন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় যাত্রীবোঝাই বাসটি। বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। হাত লাগান উদ্ধারকাজে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাসে মোট ২৯ জন যাত্রী ছিলেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২০ জনের। বাকি পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে। কিন্তু কী কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

চ্যাম্পিয়নস লিগে ১ ম্যাচ নিষিদ্ধ বার্সেলোনা কোচ

বার্সেলোনা, ৯ অগস্ট: চ্যাম্পিয়নস লিগে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হল বার্সেলোনা কোচ। নতুন মরসুমের প্রথম ম্যাচে ডাগ আউটে থাকতে পারবেন না বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক। সঙ্গে ফ্লিকের জরিমানা হয়েছে ২০ হাজার ইউরো। একই শাস্তি হয়েছে সহকারী কোচ মার্কাস জর্গেরও। উয়েফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি এই শাস্তির কথা জানায়। গত মে মাসে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমি- ফাইনালের ফিরতি লেগে ইন্টার মিলানের মাঠে ৪-৩ গোলে হারে বার্সেলোনা। ওই ম্যাচে রেফারির অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে ভীষণ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান জার্মান কোচ ফ্লিক। আর সেদিনের সেই ঘটনার জন্য এই শাস্তি হল ফ্লিক ও জর্গের। এছাড়া ভিন্ন ঘটনায় শাস্তি পেয়েছেন বার্সেলোনার দুই ফরোয়ার্ড লামিনে ইয়ামাল ও রবের্ত লেভানদোভস্কি। অ্যান্টি-ডোপিং আধিকারিকরা নির্দেশাবলী না মানায় ৫ হাজার ইউরো করে জরিমানা করা হয়েছে তাদের। মাঠে সমর্থকরা বিভিন্ন বস্তু নিক্ষেপ করায় ৫ হাজার ২৫০ ইউরো জরিমানা করা হয়েছে বার্সেলোনাকে। এছাড়া ম্যাচ চলাকালে আতশবাজি পোড়ানোয় ২ হাজার ৫০০ ডলার জরিমানা করা হয়েছে স্প্যানিশ ক্লাবটিকে। সমর্থকরা জনসাধারণ চলার পথে বাধা সৃষ্টি করায় ইন্টার মিলানকে ২২ হাজার ইউরো জরিমানা করা হয়েছে। আতশবাজি পোড়ানোয় তাদের জরিমানা করা হয়েছে ১১ হাজার ৫০০ ইউরো।

সুরুচি সঙ্ঘের কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যর শাস্তি ঘোষণা

কলকাতা, ৯ অগস্ট: সুরুচি সঙ্ঘের কোচ রঞ্জনের ভট্টাচার্যের জন্য শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী দুই ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তবে, শর্তাধীনেই তৃতীয় খেলায় যোগদানের সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলা ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আইএফএর তরফে সুরুচি সঙ্ঘের কোচ ও সচিবকে যথারীতি ডেকে পাঠানো হয়। উপযুক্ত কারণ দর্শানোর জন্য সচিব ও কোচ উভয়কে ডেকে পাঠানো হয়। সময়সীমা ছিল ৮ অগস্ট বিকেল চারটের মধ্যে। যদিও শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে ওই ঘটনার জন্য কোচ রঞ্জনকে প্রকাশ্যে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যের জন্যে নিজের দোষ স্বীকার করে নিতে হবে। এর অন্যথা হলে পরেই তিনি চলতি মরসুমে পুরো সময়ের জন্যেই মাঠের বাইরে থাকতে বাধ্য হবেন। পরবর্তী পর্যায়ের খেলা থেকেই সে দলের সঙ্গে কোনও ভাবেই আর যোগদান করতে পারবেন না।

ময়দান

পারফরম্যান্সে হতাশা থেকে সিএসকে ছাড়তে চান অশ্বিন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সঙ্গে চেন্নাই সুপার কিংসের সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে বলে জোর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে আইপিএল মহলে। দীর্ঘ সাত বছর চেন্নাইয়ের জার্সিতে খেলার পর তিনি একসময় পঞ্জাব কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু ২০২৫ সালের মেগা নিলামে চমকপ্রদ ভাবে ৯.৭৫ কোটি টাকায় মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন সিএসকে তাঁকে ফের দলে ভেড়ায়। এক দশক পর পুরনো ঘরে ফিরে আসার গল্পটি সমর্থকদের মনে উত্তেজনা জাগালেও, সেই অধ্যায় হয়তো খুব দ্রুত শেষ হয়ে যেতে চলেছে।

আন্তর্জাতিক এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, অশ্বিন সিএসকে অ্যাকাডেমির অপারেশনস ডিরেক্টরের পদ থেকেও সরে দাঁড়াতে চান। গত এক বছর ধরে তিনি এই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, অন্য কোনও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তিনি স্বার্থের সংঘাত এড়াতেই এই পদ ছাড়বেন। কারণ, ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে অফিসিয়াল পদে যুক্ত থেকে অন্য দলে খেলা নীতিগত সমস্যার কারণ হতে পারে। যদিও সিএসকে ছাড়ার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি, তবে পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক নয়, মাঠের পারফরম্যান্সের সঙ্গেও জড়িত।

গত মরশুমে সিএসকে'তে ফিরে এলেও অশ্বিন

প্রত্যাশা মতো পারফরম্যান্স করতে পারেননি। মোট ৯টি ম্যাচে বল হাতে তিনি নিয়েছেন মাত্র ৭টি উইকেট, গড় ছিল ৪০.৪৩;যা টি২০ ফরম্যাটে একেবারেই সন্তোষজনক নয়। সিএসকের মতো প্রতিযোগিতামূলক দলে যেখানে প্রতিটি খেলোয়াড়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে এমন পারফরম্যান্স স্বাভাবিক ভাবেই ম্যানেজমেন্টকে হতাশ করেছে। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং প্রাক্তন অধিনায়ক এমএস ধোনি গত কয়েকদিন ধরে আগামী মরশুমের দলগঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের পরিকল্পনায় অশ্বিনের জায়গা ছিল কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

ক্রিকেটমহলের অনেকের মতে, বাদ পড়ার সম্ভাবনা আঁচ করেই অশ্বিন আগে থেকেই সিএসকে ছাড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, সিএসকে ম্যানেজমেন্টও হয়তো অভিজ্ঞ এই স্পিনারকে ট্রেড করে দেওয়ার বা নিলামের জন্য ছেড়ে দেওয়ার পথ খুঁজছে। যদি ট্রেড হয়, তাহলে কোনও দল সরাসরি তাঁকে কিনতে পারবে, আর নিলামে গেলে বাজারে তাঁর দাম ও চাহিদা অনুযায়ী গন্তব্য ঠিক হবে।

চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে অশ্বিনের সম্পর্ক বহুদিনের। দলের হয়ে অসংখ্য ম্যাচ জেতানোর স্মৃতি রয়েছে তাঁর। তাই সমর্থকদের কাছে এই সম্ভাব্য বিচ্ছেদ কিছুটা আবেগঘনও বটে। তবে পেশাদার ক্রিকেটে ফর্ম ও পারফরম্যান্সই শেষ কথা, এবং আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতায় প্রতিটি সিজনই নতুন করে নিজেকে প্রমাণ করার মঞ্চ। অশ্বিন যদি সত্যিই সিএসকে ছাড়েন, তা হলে দেখা যাবে নতুন দলে তিনি কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। একদিকে অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে সাম্প্রতিক ফর্ম;এই দুইয়ের লড়াইতেই ঠিক হবে তাঁর ভবিষ্যৎ।

সব মিলিয়ে, সিএসকে-অশ্বিন অধ্যায় শেষের পথে কিনা, তার উত্তর হয়তো আসন্ন কিছু সপ্তাহেই মিলবে। কিন্তু এই খবর ইতিমধ্যেই সমর্থকদের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, এবং আগামী মরশুম শুরুর আগেই আইপিএল বাজারে যে বড়সড় অদলবদল দেখা যেতে পারে, তার অন্যতম নজরকাড়া উদাহরণ হতে পারেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

ডায়মন্ডকে ৫ গোল দিল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার যুবভারতীতে গ্রুপ বি -এর প্রায় অঘোষিত কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও ডায়মন্ড হারবার এফসি। ৫-১ গোলে ডায়মন্ড হারবারকে হারিয়ে জয়ী মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপের পরবর্তী রাউন্ডে যোগ্যতা অর্জন করল মোলিনার মোহনবাগান। তারকা, অভিজ্ঞতা, প্রতিভায় ভরপুর ডায়মন্ড হারবার যতটা লড়াই দেবে বলে আশা করা হয়েছিল তেমনটা মোটেও দেখা গেল না। প্রায় ৪০ মিনিটেরও বেশি ১০ জনে খেলেছে কিবু ভিকুনার দল। মনবীরের জায়গায় সিনিয়র দলে অভিষেক হল পাসাং দর্জি তামাংয়ের। যিনি ডেভেলপমেন্ট লিগে নজর কেড়েছিলেন। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করে মোহনবাগান। ১৫ মিনিটে আসে প্রথম সুযোগ, সাহাল আব্দুল সামাদের পাস পেয়ে শট নেন জেমি ম্যাকলারেনের। ডায়মন্ড গোলকিপার সুস্নাত মালিক বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে আটকে দেন। ১৯ মিনিটে সাহালের পাস পেয়ে ডি-বক্সের ভিতর থেকে অনিরুদ্ধ থাপার গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান।*যদিও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ২৪ মিনিটে সমতায় ফিরল ডায়মন্ড হারবার।* জায়গায় ছিলেন না বাগান ডিফেন্ডাররা। সহজ সুযোগ পেয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন লুকা মাজেন। ৩৫ মিনিটে ডায়মন্ডের লালিয়ানসাঙ্গার ভুলে সাহালের বাড়ানো বল থেকে জেমি ম্যাকলারেন গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাকলারেনের পরিবর্তে মাঠে নামেন জেসন কামিংস। বক্সের ভিতর ইচ্ছাকৃত ভাবে লিস্টনকে ফাউল করায় লাল কার্ড দেখলেন ডায়মন্ডের ডিফেন্ডার নরেশ সিং। ৫০ মিনিটের পেনাল্টি থেকে গোল করে ৩-১ করলেন লিস্টন কোলাসো। ৬৫ মিনিটে কামিংসের বাড়ানো বলে গোল করলেন সাহাল আব্দুল সামাদ। ৮০ মিনিটে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন জেসন কামিংস। এরপর আর ম্যাচে ফিরে আসার রাস্তা ছিল না ডায়মন্ডের কাছে। যুবভারতী থেকে একরাশ আনন্দ নিয়ে ফিরলেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা।

ইউএস ওপেনে ছিটকে গেলেন বাডোসা

মেক্সিকো সিটি, ৯ অগস্ট: বিশ্বের ২ নম্বর খেলোয়াড় বাডোসা বেশ কিছু ইনজুরিতে ভুগছেন, যার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী পিঠের সমস্যা, যার কারণে তিনি অবসরের কথাও ভাবছেন। গত মাসে প্রাক্তন বিশ্ব নম্বর ২ ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আরও একটি পিঠের আঘাতের কারণে কয়েক সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকবেন। বাডোসা শেষবার উইম্বলডনে খেলেছিলেন, যেখানে তিনি প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি প্রকাশ করেন যে তাঁর পিঠের পেশি ছিঁড়ে গিয়েছে। টাইচম্যান ইউএস ওপেনের মূল ড্রতে প্রবেশ করলেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

অযোধ্যা শিকার উৎসব ও কয়েকটি প্রশ্ন

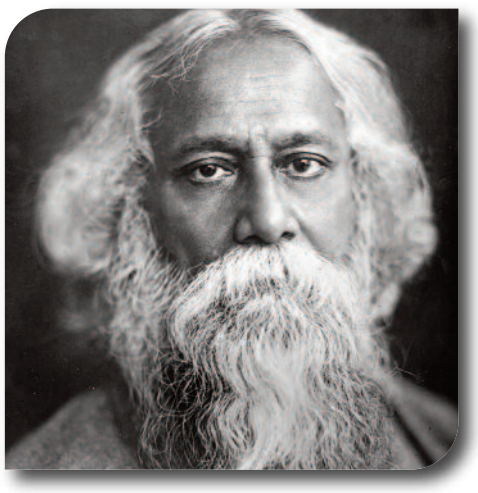

পার্থসারথি মহাপাত্র

বৈশাখের কাঠ ফাটা রোদ্দুরে পুরুলিয়া জেলার ডাঙ্গা-ডিহি-ডহর-ডুংরি যখন চৌচির হওয়ার উপক্রম ঠিক তখনই সেই পুরুলিয়ায় লাল কৃষ্ণচূড়া বিকশিত হয়। শাল, মহুল, কুসুম, পলাশ সহ অন্যান্য গাছের পাতা তারুণ্যে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। অরণ্যের সেই উদ্বেলন যাতে সাঁওতাল যৌবনকে উদ্দীপিত করতে পারে তার জন্য সাঁওতাল সমাজ প্রতি বছর বৈশাখ মাসে, বুদ্ধ পূর্ণিমায় আয়োজন করে দিশম সেন্দ্রা। যার আক্ষরিক অর্থ দেশ শিকার, কেউ বলেন যৌবন মেলা আবার কেউ বলেন অন্বেষণ অর্থাৎ জীবন, জীবিকা, খাদ্য ও ঔষধি প্রাণের খোঁজ। শিকার মুখ্য উদ্দেশ্য না হলেও সরকার ও কর্পোরেট মাধ্যমগুলো এই সেন্দ্রাকে 'শিকার উৎসব' বলে অভিহিত করে থাকে। এই সেন্দ্রার নির্দিষ্ট কিছু রীতি, নীতি, অনুশাসন ও সংস্কারের প্রচলন আছে। যার যাবতীয় দায়ভার ওদের পুরোহিতের উপর ন্যস্ত থাকে। পুরোহিত বিভিন্ন এলাকায় 'সেন্দ্রা গিরা' অর্থাৎ শালপাতা পাঠিয়ে শিকারের আমন্ত্রণ জানায়। এই 'শারজম ঢাউরাঃ' পাওয়ার পর শিকার প্রিয় জনজাতিরা মরচে পড়া অস্ত্র বল্লম, টাঙ্গি, তীর ধনুকে শান দেওয়া শুরু করে। ওরা ঐ নির্দিষ্ট দিনে দলনেতার নেতৃত্বে চৌমাথায় উপস্থিত হয়। সেখানে গ্রামীন গুণীন কিছু দূর্বা ঘাস, কিছু লজ্জাবতীর পাতা আর কিছু কাঁটা গাছ নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে শিকারীদের তিনবার প্রদক্ষিণ করে। তারপর ওগুলো পথে ছড়িয়ে দেয়। শিকারিরা সেগুলি মাড়িয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যাবতীয় অশুভ শক্তির হাত থেকে শিকারিদের বাঁচানোর উদ্দেশ্য 'কুড়া মনায়কে' নিজের শরীরের কয়েক ফোঁটা রক্ত দিয়ে দেবতার পূজা করে। এই প্রথাকে 'বুল মায়াম' বলে। পূর্ণিমার আগের দিন পুরুলিয়া ছাড়াও বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, হুগলি ও ঝাড়খন্ড রাজ্যের ছোটনাগপুর অঞ্চলের জনজাতির লোকেরা অযোধ্যা পাহাড়ের তলদেশের বিভিন্ন গ্রামে বা বনের মধ্যে দলে দলে জমায়েত হয়। শিকার উৎসবে শামিল হতে দলে দলে সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, কুড়মি, বীরহোড়, পাহাড়িয়া, ঘাসি, বাগাল, শবর, মাহালী, রাজুয়াড়, ভূঁইয়া, ওরাও, বেদিয়া, কোড়া প্রভৃতি জনজাতিরা শিকার উৎসবে শামিল হয়ে আসছে। পূর্ণিমার দিন সকাল সকাল সকলেই হাতে হাতে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কোন কোন দল জাল (বেড়া) পেতে নানান বাদ্য বাজিয়ে জঙ্গল ঝাড়াই শুরু করে। নাগড়া, ধামসা, মাদল, বাঁশি, মন্দিরা, শিঙা ইত্যাদির শব্দে কেঁপে উঠে পাহাড়, উত্তাল হয়ে পড়ে চিরমৌন সবুজ অরণ্য ভূমি।

শিকারের পাশাপাশি বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন অযোধ্যা পাহাড়ের গড়ধাম বুরুমেলায় প্রকৃতির পূজাও হয়। শিকার শেষে শিকারীরা সীতা ভুড়ভুড়ি নামক ঝোরার কাছে সুতান টাঁডিতে ফিরে মৃত পশুর কিছু অংশ দেবতার থানে উৎসর্গ করে। তারপর যে শিকারী প্রাণীটির শিকারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা নেয় তাঁর জন্য সামনের যেকোন একটি পা বরাদ্দ হয়। বাকি অংশ দলের অন্য সবাই মিলে ভাগ করে নেয়।

সন্ধ্যায় ত্তল-বীর-বাইসিদ নামে একটি বাৎসরিক সামাজিক আইনসভা অনুষ্ঠিত হয়। যা গুরুত্বের বিচারে সাঁওতাল সমাজে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সমকক্ষ বলে বিবেচিত হয়। গ্রামের যেসব বিচার অমীমাংসিত থেকে যায় সেগুলি এই কুলহি দুড়ুপ্ নামে পূর্ণাঙ্গ বিচার সভায় সংঘটিত হয়। যা দিচম পারগানা করে থাকেন। কেউ কেউ মনে করে এই সভা শত শত বছরের পুরোনো।

রান্না-খাওয়া শেষে কয়েকটি আখড়াতে নাচ

পূর্ণিমার থৈ থৈ জোৎস্নায় রাতভর নাচ গানের পর সকালে ঘরে ফেরার পালা। শিকার করা কিছু মাংস নানান গাছের ডাল মূল ও চাঁপা ফুল নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াই সকলেই। বাড়িতে ফেরার পর সেই সাঁওতাল যুবকের বউ ঘটি জল ও থালা নিয়ে পা ধুয়ে আঁচল পেতে চাঁপা ফুল গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সাঁওতাল যুবকেরা শিকারে যাবার সময় স্ত্রীর হাতের নোয়া ও শাঁখা খুলে সঙ্গে নিয়ে যায়। বীরত্বের সঙ্গে ফিরে এলে সেই শাঁখা ও নোয়া পুনরায় স্ত্রীর হাতে পরিয়ে দেয়। আগেকার দিনে দিশম সেন্দ্রার এইসব নিয়ম পদ্ধতি অন্তরের বিশ্বাস থেকে অনুসরণ করা হতো। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে তা অনেকটাই দায়সারা পর্যায়ে পৌঁছেছে।

গানের আসর বসে। এই মেলায় এসে কিশোরেরা সাবাকলত্ব প্রাপ্ত হয়। এই মেলায় তাদের মধ্যে আদি রসের চেতনা জাগাবার জন্য নৃত্যগীতের মাধ্যমে যৌন শিক্ষা দেওয়া ব্যবস্থা থাকে। কোথাও উত্তেজক লোক নাটক 'সিংরায়' পরিবেশিত হয়। বয়স্ক অথচ মনে প্রানে তরুণ বিজ্ঞজনেরা নতুনদের যৌন শিক্ষার পাশাপাশি শিকারের নানা কৌশলও শিখিয়ে দেন। কেবলমাত্র অরণ্য আদিম উন্মত্ততা নয়, এতে আছে এক অফুরন্ত আনন্দ। কেননা এর পরেই শরীরের আলস্য দূর করে চাষের কাজে মাঠে নেমে পড়তে হয়।

পূর্ণিমার থৈ থৈ জোৎস্নায় রাতভর নাচ গানের পর সকালে ঘরে ফেরার পালা। শিকার করা কিছু মাংস নানান গাছের ডাল মূল ও চাঁপা ফুল নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াই সকলেই। বাড়িতে ফেরার পর সেই সাঁওতাল যুবকের বউ ঘটি জল ও থালা নিয়ে পা ধুয়ে আঁচল পেতে চাঁপা ফুল গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সাঁওতাল যুবকেরা শিকারে যাবার সময় স্ত্রীর হাতের নোয়া ও শাঁখা খুলে সঙ্গে নিয়ে যায়। বীরত্বের সঙ্গে ফিরে এলে সেই শাঁখা ও নোয়া পুনরায় স্ত্রীর হাতে পরিয়ে দেয়। আগেকার দিনে দিশম সেন্দ্রার এইসব নিয়ম পদ্ধতি অন্তরের বিশ্বাস থেকে অনুসরণ করা হতো। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে তা অনেকটাই দায় সারা পর্যায়ে পৌঁছেছে।

অধুনা অনেকেই শুধু সামাজিক প্রথা মেনে চলার উদ্দেশ্যে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে।বর্তমান যুবসমাজের মতে জনজাতিরা কিছু পাওয়ার আশায় নয় বরং নিজস্ব সংস্কৃতির ইতিহাস, পরম্পরা ও বিশ্বাসকে সম্মান জানাতে দিশম সেন্দ্রায় সামিল হয়। সেন্দ্রায় বনে ঢোকার সময় ধামসা-মাদল বাজিয়ে, কুলকুলি দিয়ে বন্যপ্রাণীদের ভয় দেখানো হয় যাতে ওরা অভিযাত্রীদের রাস্তা থেকে দূরে পালিয়ে যায়। ওদের যেন বন্যপ্রাণীদের মুখোমুখি হতে না হয়। একান্তই কোনো বন্যপশু সামনে এসে পড়লে ওরা আত্মরক্ষার তাগিদে শিকার করতে বাধ্য হয়।

জনজাতির কেউ কেউ মনে করেন সেন্দ্রা মূলত জঙ্গল অভিযানের উৎসব।এ উৎসব বন-সমাজের ভারসাম্যও বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাদের বিশ্বাস বন্য প্রাণীরা দীর্ঘদিন এক স্থানে থাকার ফলে ক্রমশ রোগগ্রস্থ ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। সেন্দ্রা অভিযানের চিৎকার ও উল্লাসে জঙ্গলের পশুরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাড়িত হয়। পশুপক্ষীদের জীবনের চঞ্চলতা ফিরে আসে। বাঁচার তাগিদে জীবন সংগ্রাম করতে শেখে। এর ফলে বন্যপ্রাণীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন সেন্দ্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো গভীর জঙ্গলে গিয়ে দুরারোগ্য অসুখের মহৌষধী গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড় ও ঔষধি প্রাণী সংগ্রহ করা। অনেকেই কটাক্ষ করে থাকেন বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন পশু শিকার এটা কেমন মানবিক। সাঁওতাল সমাজের বক্তব্য এটা কাকতালীয়। আসলে পূর্ণিমার দিনে সেন্দ্রা অভিযানের একটা যৌক্তিকতা রয়েছে। তাদের মতে ঐ নির্দিষ্ট তিথিতে ঔষধি সংগ্রহ করলে তা বেশি কার্যকর হয়। এতে গৌতম বুদ্ধের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

প্রায় পাঁচ হাজার হেক্টরের বেশি দুর্গম, ঘন, পাহাড়ি বনাঞ্চল দিয়ে ঘেরা অযোধ্যা পাহাড়। পাহাড়তলির বিভিন্ন গ্রামের বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে জানা যায় এক সময় এই জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, হায়না, বনশুয়োর, হরিণ, শিয়াল শজারু, বনরুই (পেঙ্গোলিন) ইত্যাদি বন্যপ্রাণীরা নিরাপদে বসবাস করত। এছাড়াও নানা রকমের পাখি ও সরীসৃপেরও আবাসস্থল ছিল এই অযোধ্যা। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রচার থেকে সাধারণ মানুষের ধারণা শিকার উৎসবের কারণেই অযোধ্যা বনভূমি আজ বন্যপ্রাণ শূন্য হতে চলেছে। সাঁওতাল যুবসমাজের মতে এ ধারণা একেবারেই ভুল। আজ থেকে ৩০-৪০ বছর আগে বন্য পশুরা মাঝেমধ্যেই খাদ্যের সন্ধানে পাহাড়তলির বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে পড়তো। প্রশ্ন হতে পারে কেন?

কারন ওই সময় বা তারও আগে সরকার অযোধ্যার গাছগুলি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিলাম ডাকত। সেই সুযোগে কাঠের চোরাকারবারিদের দলও গাছ কেটে নিয়ে যেত। যার ফলে বন্যপ্রাণীদের খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়।

প্রশ্ন উঠছে; বিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে যে বিশাল বনভূমি ধ্বংস করা হল তাতে কি বন্যপ্রাণীদের কোন ক্ষতি হয়নি?

উন্নয়নের নামে বনদপ্তর, পর্যটন দপ্তর ও পরিবহন দপ্তরের সৌজন্যে অযোধ্যায় যে ধ্বংসলীলা চলছে তাতে কি বন্যজগতের কোন অসুবিধা হচ্ছে না?

হোটেল, রিসর্ট, ক্যাম্প ইত্যাদি তৈরির নামে সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে বৃক্ষছেদন হয়েছে ও হচ্ছে তা কি বন্যপ্রাণদের বেঁচে থাকার পরিপন্থী নয়? পর্যটকদের জন্য অভয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে হোটেল বা রিসোর্টগুলোর চারিদিকে যে জোরালো উজ্জ্বল আলো জ্বালানো হচ্ছে তা কি বনের পশু পক্ষীদের কোন অসুবিধা করছে না?

পিকনিকের সিজনে প্রতি দিন যে হাজার হাজার গাড়ি ভর্তি লোক আসছে, জঙ্গলের যত্রতত্র পিকনিকের জন্য আগুন জ্বালাচ্ছে, তারস্বরে মাইক বাজাচ্ছে, প্লাস্টিকের থালা, বাটি, ব্যাগ, জলের বোতল, মদের বোতল ফেলে দিচ্ছে তা কি বন্যপ্রাণ নিশ্চিহ্ন হওয়ার কোন কারন নয়? মাঝে মাঝে অসাধু লোকেদের দ্বারা অযোধ্যার বনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া কি বন্যপ্রাণ ধ্বংসের কারণ হতে পারে না?

শুধু শিকার উৎসবের সময় শিকারীদের সচেতন করলেই বন্যপ্রাণ রক্ষা করা সম্ভব নয়। সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উচিত সারা বছর এই বিষয়ে অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন সমস্ত অধিবাসীদের ও অযোধ্যা পর্যটনে আসা সমস্ত পর্যটকদের এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

বন সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন শিল্পের একটা সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। বন্যপ্রাণীরা যাতে নির্ভয়ে থাকতে পারে তার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। বনভূমি জবরদখল কড়া হাতে দমন করতে হবে। আসুন সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে অযোধ্যা বনভূমিকে বন্য প্রাণের বাসযোগ্য করে তুলি।

ঋণ স্বীকার
গ্রন্থ- অহল্যাভূমি পুরুলিয়া, তৃতীয় পর্ব, প্রবন্ধ লেখক- সিরাজুল হক
পত্রিকা- সংবর্তিকা, প্রবন্ধ লেখক- শিব শংকর সিং
প্রবন্ধ- সেঁদরা - লেখক- ভাস্করব্রত পতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষি ভাবনা

এস ডি সুব্রত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি কৃষকদের নিয়ে ভাবতেন এবং কৃষকদূ জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করতেন ।

আধুনিক কৃষিকাজের মাধ্যমে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের মানোন্নয়নের জন্য তিনি কখনও শিলাইদহ, কখনও পতিসর কিংবা শ্রীনিকেতনকে বেছে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে গবেষকরা নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান করে চলেছেন। কৃষিকাজেও বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর। গবেষণায় দেখা গেছে কৃষিকাজে জোর দিতেন তিনি। তাঁর সেই আগ্রহ ও ভালোবাসারই ফসল বোলপুরের শ্রীনিকেতন। কৃষক ও গৃহপালিত পশুর জন্য তিনি যা করেছেন তার সন্ধান পাওয়া যায় শ্রীনিকেতনে। এখানে কৃষিবিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান পড়ানোর সাথে সাথে হাতেকলমে চর্চাও হয় । বিজলী পত্রিকার সম্পাদক মৃণালকান্তি বসুকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, আমি দেশের জন্য কী করেছি তা হলে পরলোক থেকে আমার উত্তর হবে শ্রীনিকেতন। যে দেশে মানুষ দু-মুঠো অন্নের জন্য কাঙাল, সেখানে তাঁর কর্তব্য কী? তারা যাতে দু-মুঠো খেতে পায়- তাঁর জন্য আমার আয়োজন শ্রীনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হলেই একজন শহুরে মানুষ যে ভাবে মেতে ওঠেন, সেভাবে গ্রাম বাংলার একজন কৃষক মেতে ওঠেন না। কারণ আজও গ্রাম বাংলার কৃষক তাঁর সম্পর্কে ততটা জানেন না। রবীন্দ্রনাথ যে বীরভূমের শ্রীনিকেতনে এগ্রিকালচার, ডেয়ারি, পোল্ট্রি, ফিসারি, পটারি, কটেজ শিল্পের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের কাজে নিজের জীবনের একটা বড় অংশ ও সময় দিয়ে গেছেন তা তাঁরা জানেন না ।

সমীর শীলের গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের কৃষিবিষয়ক ভাবনার প্রমান পাওয়া যায়। ১৯০৫-০৬ সালে আমেরিকা থেকে সবুজ গো-খাদ্যের বীজ আনিয়ে শিলাইদহে প্রথম বাঙালি হিসেবে উন্নত গো-খাদ্য বা সবুজ ঘাস চাষ করেন রবীন্দ্রনাথ। কবিগুরুর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে দুধের জন্য ডেয়ারি বসানো হয়। এছাড়া উন্নত প্রজাতির গাভি, বলদ ও মুরগি বিদেশ থেকে আনিয়েছিলেন তিনি। ১৯২২ সালে ডেয়ারি স্থাপিত হয় শ্রীনিকেতনে। হাল টানার জন্য কঙ্করেজ প্রজাতির বলদ ও দুধের জন্য রেড সিন্ধ্রি প্রজাতির গাভি আনা হয়। এরপর শ্রীনিকেতনে পোল্ট্রিও স্থাপিত হয়। ১৯২৪ সালে ডিমের জন্য লেগ হর্ন, রোড আইল্যান্ড রেড এবং ব্ল্যাক মিনর্কা প্রজাতির মুরগি আনা হয় উনবিংশ শতকে শিক্ষিত বাঙালির পড়াশোনা মানেই বিদেশে গিয়ে ব্যারিস্টারি বা ডাক্তারি পড়া। কিন্তু সেই আমলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও কনিষ্ঠ জামাতাকে পাঠান কৃষিবিদ্যা পড়াতে। ১৯৪১ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মানব সমাজের উন্নতির কথা ভেবেই গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লবের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম তার একক প্রয়াসে (১৮৯৯-১৯০৬) শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন জমিতে নতুন ধরনের ধান চাষ, আমেরিকান ভুট্টা, নৈনিতাল ও আমরাগাছি আলুর চাষ, পাটনাই মটর, আখ, কপি, রাজশাহীতে রেশমচাষের চেষ্টা করেন এবং কিছুটা সফল হন। এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন নিজের অর্থ ব্যয় করে কৃষকদের উন্নয়নে। ১৯০৫ সালে শিলাইদহে ও পতিসরে চাষিদের ঋণ পাওয়া যাতে সহজসাধ্য হয় সেজন্য কৃষিব্যাংক গঠন করা হয়। কৃষিকাজকে আরো সহজ করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গো-পালন শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার এক বছর পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও ওই একই বিষয় শিক্ষালাভ করার জন্য আমেরিকায় পাঠান। রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা জমিতে কৃষি খামার ও সঙ্গে কৃষি বিষয়ক নানা ব্যাপারে পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষাগার গড়ে তোলেন। এরপর ১৯০৮ বিরাহিমপুর পরগনায় শিলাইদহে ভগ্নদশা গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের কাজের মাধ্যমে গ্রামের লোকেদের নিয়ে তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করেন । এই কাজে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হিসেবে যোগদান করেন কালীমোহন ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ও অন্যান্যরা। ১৯১৫-১৯৪০ সালে পতিসরকে কেন্দ্র করে কালিগ্রাম পরগণায় গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ নতুন করে শুরু হয়। সহযোগী হিসেবে যোগ দেন বাগনান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অতুল সেন, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বিশ্বেশর বসু, উপেন্দ্রনাথ ভদ্র, নলিনী বসু, ভুপেশচন্দ্র রায়, রতিকান্ত দাস, সতীশচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি কর্মীরা ।পতিসরে মন্ডলী প্রথা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয় এবং একে ভিত্তি করেই গ্রাম উন্নয়নের কাজ শুরু করা হয়। এলাকার শক্ত এঁটেল মাটি ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দেওয়ার ব্যবস্থাসহ গ্রামের কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন, বয়ন ও মৃৎশিল্পের উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য কুয়া নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, ধর্মগোলা ও ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণদান, সালিশি বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন, দু'শটি প্রাথমিক স্কুল, পতিসরে হাইস্কুল, তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি স্থাপন ইত্যাদি নানা গ্রামোন্নয়নের কাজ করা হয়। নিজে চাষিদের অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিজনিত ফসলের ক্ষতি হলে তাদের দেয় খাজনা মওকুফ করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। কিন্তু সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছিল সেই সময়কার সমাজ ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ১৯০৫ সালেই তিনি পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। এই ব্যাংকের মূলধন বরীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার করে জোগাড় করেন। এ ছাড়া বিশ্বভারতী হাসপাতাল ফান্ড ও টিউবওয়েল ফান্ডের টাকা সেখানে জমা রেখে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে চাষিদের কাছে অধিক পরিমাণে টাকা জোগান দেওয়ার মতো প্রচেষ্টা করা হয়। পরে নোবেল পুরস্কার পাওয়া ৮২,০০০ টাকা পতিসরের ব্যাংকে রেখে মূলধনের সমস্যার সমাধান করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিক জীবনে কেবল একজন প্রজাবান্ধব জমিদার ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে যে সুপরিচিত ছিলেন তা কিন্তু নয় বরং আধুনিক কৃষির একজন রূপকার হিসেবেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। গ্রাম বাংলার দরিদ্র ও দুস্থ কৃষকের মাঝ থেকে কবি গুরু খুঁজে পেয়েছিলেন উপেনের চরিত্র, লিখেছিলেন কালজয়ী কবিতা ২ বিঘা জমি। মহাজন, জমিদারদের কবল থেকে এসব উপেনদের বাঁচাতে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্রঋণের কথা ভেবেছিলেন তিনি।

আধুনিক কৃষির রূপকার হিসেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময় কৃষকের দোরগোড়ায় আধুনিক ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি ভেবেছিলেন গভীরভাবে। ভারতের শান্তি নিকেতন এবং বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের শাহবাজপুর, কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহে তিনি বনবীথি, ছায়াবীথি, ফলবীথি গড়ে তুলেছিলেন সেটি ছিল অভাবনীয়। বিশেষ করে বিভিন্ন জাতের, বর্ণের, রঙের নানা রকম গাছগাছড়ার যে সংগ্রহশালা গড়েছিলন তা আজকের দিনের পরিকল্পিত সমৃদ্ধ বোটানিকেল গার্ডেনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া জমিতে জৈবসার ব্যবহার, মানসম্মত বীজ ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করা, জমির আইলে তথা পতিত জমি ব্যবহারে কৃষি ফলন বাড়ানো। রবীন্দ্র সময় থেকে এ যাবৎ বিশ্বখ্যাত একজন মানুষ কৃষির বাহিরের লোক হয়েও এত বেশি কাজ করেছেন এমন রেকর্ড কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই আছে। কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মতো অন্য কোন সাহিত্যিক ভাবেননি।